বার্ষিক পত্রিকা ২০২১-২০২২

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

অরবিন্দ সরণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

আলাপ

বার্ষিক পত্রিকা

২০২১ - ২০২২

Krishnagar Women's College
Estd. : 1958
আত্মজ্ঞানদীপো ভব

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ
অরবিন্দ সরণী, কৃষ্ণনগর
নদীয়া - ৭৪১১০১

আলাপ

১। প্রধান উপদেষ্টা	-	অধ্যাপক শ্রী সিদ্ধার্থ মজুমদার সভাপতি, পরিচালন সমিতি কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ ও ড. নাতাশা দাশগুপ্ত অধ্যক্ষা, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ
২। সম্পাদক	-	অধ্যাপিকা শ্রীপর্ণা দত্ত
৩। সহ সম্পাদনা	-	অধ্যাপিকা বিজলী ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা মালা ঘোষ, অধ্যাপক ড. সূর্যেন্দু চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল
৪। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ	-	অধ্যাপক ড. সুমন ভট্টাচার্য
৫। কারিগরি সহায়তা	-	শ্রী সমিত দে দপ্তর সচিব।
৬। মুদ্রণ	-	কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

অনুক্রম

- সম্পাদকীয়
- শুভেচ্ছাবার্তা
- অধ্যক্ষার কলম
- বিভাগীয় প্রতিবেদন
- কবিতার পাতা
- গদ্য বিভাগ
- স্মরণ পর্ব

সম্পাদকীয়

নদীয়া জেলার সবচেয়ে পুরনো মেয়েদের কলেজ কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ। মেয়েদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে এই কলেজের অবদান ইতিহাসবিশ্রুত। শুধু লেখাপড়া নয়, ছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়নে কলেজ সবসময় সতর্ক ও উদ্যোগী।

"আলাপ" - কলেজের বার্ষিক পত্রিকা। গত প্রায় দুবছরের অতিমারীতে এই পত্রিকা প্রকাশ করা যায়নি। এ বছর আমরা নতুন উদ্যমে পত্রিকা আবার প্রকাশ করতে চলেছি। এই পত্রিকা মূলত ছাত্রীদের সৃজনশীলতার দিকটিকে উৎসাহ দেওয়ার একটি প্রয়াস। তবে পত্রিকাটিতে শুধুমাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন সৃজনশীল লেখা বা ছবি নেই, এর সঙ্গে রয়েছে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন লেখা, যা পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমার অভিমত। কলেজের অধ্যক্ষা ড. নাতাশা দাশগুপ্তের লেখায় বর্তমানে কলেজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পরিকাঠামো বিষয়ে পাঠক অবগত হবেন। কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের সহায়তায় প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আমরা প্রকাশ করেছি, যা বিভাগ সম্পর্কে মূল্যায়নে সহায়তা করবে।

অনেক দিন বাদে এই পত্রিকা প্রকাশ করার সুযোগ ও সহায়তা পেয়েছি কলেজের বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রী সিদ্ধার্থ মজুমদার সহ সকল সদস্যের কাছ থেকে। প্রবল ব্যস্ততার মধ্যেও এই পত্রিকা বিষয়ে সমসময় সহযোগিতা করেছেন অধ্যক্ষা ড. নাতাশা দাশগুপ্ত। এই পত্রিকা প্রকাশে তাঁর উদ্যোগ ও ভূমিকাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। পত্রিকার প্রচ্ছদ অধ্যাপক ড. সুমন ভট্টাচার্যের। যাবতীয় কারিগরি সহায়তা করেছেন দপ্তর সচিব শ্রী সমিত দে। পত্রিকার বাস্তব রূপদান করেছে গৌর এক্সারসাইজ এন্ড বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। খুব কম সময়ে পত্রিকাটি সাজিয়ে দেওয়ার জন্য উক্ত ছাপাখানার প্রতিটি কর্মীকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে কলেজের সকল ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবন্ধু দের ধন্যবাদ জানাই, যাদের সকলের সহায়তায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল।

পাঠকের কাছে নিবেদন, এই পত্রিকা আপনাদের সকলের ভালো লাগলে, আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

ধন্যবাদ।

শ্রীপর্ণা দত্ত
সহকারী অধ্যাপিকা (বাংলা বিভাগ)।

Message from the G. B. President

It is my great pleasure to know that Krishnagar Women's College is going to publish a magazine with contribution from students and other stakeholders. The College magazine is indeed the most important forum for giving wings to the creative spirit of the students, constrained as they are throughout the year by routine academic exercise. It is a platform through which young students can publish their first poem or their first story which they had been longing to do for years. It is just not any publication: it is a very special event in the College calendar.

I express my heartfelt thanks to the College administration, members of the faculty and other stakeholders who have made this occasion possible. I am certain that 'Aalap' will be a quality publication which will be a pleasure to go through and a valuable souvenir for all of us.

With best wishes

Professor Siddhartha Majumdar
President Governing body
Krishnagar Womens College

শুভেচ্ছা বার্তা

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের উদ্যোগে কলেজের বার্ষিক পত্রিকা **'আলাপ'** প্রকাশিত হতে চলেছে। খুবই আনন্দের একটি বার্তা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পারিপার্শ্বিক জগতে ছোট বড় নানান ঘটনা আমাদের মনে প্রভাব ফেলে, মনের ঘরে কড়া নাড়ে। মন চায় মন খুলে কথা বলতে, নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে। মহিলারাও এর ব্যতিক্রম নয়। এক্ষেত্রে মনের কথা প্রকাশের মাধ্যমটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষ্ণনগর উইমেন কলেজের এই **'আলাপ'** পত্রিকা কলেজের মেয়েদের জন্য সেই খোলা দরজা যেখানে মেয়েরা প্রবেশ করে মনের কথা প্রকাশ করবে। উদ্যোগটি আমার খুবই ভালো লাগছে। বিশ্বব্যাপী সর্বত্রই নারীরা আজ সমানভাবে সফল ও সমাদৃত। এই প্রসঙ্গে একজন কৃষি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সর্বদাই গ্রামীণ মহিলাদের কথা আমার কাছে অগ্রাধিকার পায়। শিল্পসাহিত্য সৃষ্টিতে লেখক লেখিকাদের কলমে বারবার উঠে এসেছে গ্রামীণ ভারতের তথা বিশ্বের মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনের গল্পকথা ও ক্ষমতায়নের নানান কাহিনী ও গল্প। কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক অগ্রগতির বিশেষ একটি ভিত্তি হল কৃষিজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা।

আগামী দিনে **'আলাপ'** পত্রিকা গ্রামীণ ভারতের মহিলাদেরও মনের খোলা দরজা হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

নারীদের চিন্তাভাবনা পত্রিকার অক্ষরে অক্ষরে পৌঁছে যাক পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাক সকল নারীর মনের আঙিনায়। আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাক,আর উজ্জ্বলতর করুক নারীদের আগামী।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইলো **'আলাপ'** পত্রিকার জন্য।

প্রফেসর (ডঃ) মানস মোহন অধিকারী
প্রাক্তন উপাচার্য
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া
এবং
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ,
কৃষ্ণনগর উইমেন্সকলেজ, কৃষ্ণনগর নদীয়া

Message from the Principal

It is a great pleasure for me that after a long gap, annual college magazine "Aalap" is going to be published once again this year. Last academic year may be marked as a year of rejuvenation and reconstruction for this prestigious girls' college, indeed half century old. I was entrusted with the responsibility of the Principal of this institution on 9th July, 2021. Since then me and my colleagues are serving with all sincerity for the holistic development of the Institution.

Recently the college has achieved name and fame for remarkable development in its infrastructure. The hostel building closed for several years, has been renovated and is expected to be operational from December 2022. The annex building (Dipti Bose Building) has undergone through a thorough repair and renovation. We are grateful to the Higher Education Department for sanction of the grants for both the projects. Automation of Library, setting a Computer Laboratory, construction of a Cycle Stand and a Toilet for Dibyahgan, renovation of students' common room, opening a Photocopy Centre in the college in PPP model, reopening of college canteen etc. are to be named a few have been initiated and completed during this period. We take great pride in renaming a classroom into "Bina Das memorial Hall", a seminar room named after the freedom fighter Bina Das who was born in Krishnagar. Further, we are also going to introduce a diploma course in Computer application offered by WEBEL from this session.

During last two years, we have faced a dreadful Pandemic, but it couldn't stop teaching learning and other regular activities of the college. During the pandemic, we not only conducted classes regularly on a digital platform owned by the college, but also arranged several national and state level seminars and workshops. Besides, we have offered two add-on courses namely "Geography of Tourism" and "Women Studies" during the last summer vacation .

Last year, the vibrant career counseling cell of the college has offered two certificate courses on skill development, "Spoken English" and Career and personality development course" offered by the British Council and "Employability Skill training programme" offered by Mahindra Group. Further, seventeen students have been

engaged by SBI life under the Project Shakti Scheme of SBI in this period. In addition, few career related counseling sessions were conducted by visiting organizations viz. RICE and Presidency University, Bangalore.

During the pandemic we have organized vaccination camp and health check up camp in the college campus and also organized parent teacher meeting online to extend mental support to the students. The college has started operating offline since November last year. Several committees were very active to arrange events like annual sports, community lunch "Anandabhoj", Science day celebrations, Legal awareness programmes and a number of cultural programmes in the college campus. Our NSS volunteers, in addition to their normal activities, have also organized special camps in the locality adopted for outreach activities.

Last year, even during the second and successive aftershock waves of the fatal pandemic, all the faculty, non teaching staff and students were enthusiastically engaged in implementing various projects taken by the college authority. The outcome of this overall effort has been reflected in the annual reports of the departments included in the next few pages of the magazine.

The vision of the college is to create an academic space for education, enhancement of capabilities and emancipation of all girls irrespective of caste, creed, religion and economic status. I firmly believe that with the united effort of all the stakeholders, the College will achieve the goal in near future and be recognized as a renowned centre of education in the state.

Finally, I take this opportunity to extend my sincere gratitude and thanks to all without whom the endeavor could not be fulfilled.

Dr. Natasa Dasgupta

Principal, Krishnagar Women's College

বিভাগীয় প্রতিবেদন : বাংলা বিভাগ

উচ্চশিক্ষার মানচিত্রে কৃষ্ণনগর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে সেই ১৮৪৬ থেকে। স্বাধীনরাষ্ট্রের পরিসরে উচ্চশিক্ষার পরিধিবিস্তারের উদ্দেশ্যে এবং নারীদের উচ্চশিক্ষার বিস্তৃততর সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ। প্রতিষ্ঠাপর্বের সেই শুরুর দিন থেকেই কলেজে বাংলা বিভাগের পথচলা।

বিগত সময়ে অধ্যাপিকা যূথিকা চৌধুরী, অধ্যাপিকা রেবা সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা নিবেদিতা চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা কাজলী বিশ্বাস, অধ্যাপিকা ড. ভারতী দত্ত, অধ্যাপিকা ড. প্রণতি সিংহ বিভাগকে অলংকৃত করেছেন। বর্তমানে বিভাগে ড. সুমন ভট্টাচার্য, শ্রী প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীমতী মালা ঘোষ, শ্রীমতী মালতী মণ্ডল ও শ্রীমতী শ্রীপর্ণা দত্ত বিভাগীয় পঠনপাঠনের দায়িত্বে।

কলেজের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্রী এই বিভাগে পঠনপাঠনে রত। বিগত বছরগুলিতে সাম্মানিক বাংলা বিষয়ে বিভাগের একশো শতাংশ ছাত্রী সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বিভাগে প্রতিদিনের নিয়মিত পঠনপাঠনের বাইরে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উচ্চমানের আলোচনাচক্র, বিশেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ছাত্রীদের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের জন্য মৌলিক লেখা, আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নদিয়া জেলা যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় বিভাগের ছাত্রী সাথী সরকার শ্রেষ্ঠ সাংসদের পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এছাড়া বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা নিয়মিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকায় লেখালিখি করে থাকেন। সকলের সম্মিলিত সহায়তায় বাংলা বিভাগ আগামী দিনে উন্নীত হবে ধারাবাহিক প্রাগ্রসরতায়।

DEPARTMENT OF ENGLISH

Departmental Activities -2021-2022

The Academic Session that began with July 2021 was still reeling under the shadows of pandemic, but from November onwards life started limping back to normalcy and the beginning of 2022 saw the College buzzing with activities. The Department of English took initiatives to familiarize the newly admitted students with the Course structure and bringing them under the Mentor-Mentee system to provide them with educational and emotional guidance. An online Parents-Teachers Meet was organized by the Department on 2nd January 2022 at 4.30 p.m. to exchange of ideas among the faculty and parents of the students of 1st, 3rd and 5th Semesters participated in the meeting. It was heartening to see the number of responses from the parents. While the guardians appreciated the teachers for their whole-hearted effort to make the classroom experience of their wards encouraging, they suggested introducing Spoken English Course and opening a Language Laboratory for the benefit of the students. This first-time ever online parent-teacher meet created a forum for sharing of ideas which will be a continuous process in the upcoming years.

The Department organized an Online Lecture on *Colonial Migration to Postcolonial Diaspora* on 16th April2022 at 11.30 a.m. on the Google Meet Platform. Dr.Sajaudeen Chapparban, Assistant Professor, Centre for Diaspora, Central University of Gujarat, was the esteemed speaker. Dr.Natasa Dasgupta, Principal of the College, delivered the welcome address. The lecture was almost two-hour long, but it was so captivating that it made everyone stay tuned till the end of the web-lecture.

On 25th May 2022,6th Semester students were exposed to a rigorous 6 hour presentation session under the supervision of Prof. Sk.Masikul Ahmmed. It gave the students an opportunity to overcome their shyness and break free from fear of speaking in English in front of an audience.

KRISHNAGAR WOMEN'S COLLEGE

DEPARTMENT OF SANSKRIT

(During the session: July'2021 to June'2022)

"रूपयौवनसम्पन्नाः विशालकुलसम्भवाः।
विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गन्धाः इव किंशुकाः।"

Welcome to the Department of Sanskrit at Krishnagar Women's College. The Department has started its journey since the year 1958 and has started functioning with effect from the academic session 1958-59. Initially the college obtained affiliation in Sanskrit to the B.A. Pass standard only and after a few years the Department got affiliation in Honours.

The Department has well decorated Departmental Seminar Library. So many books are there for helping students and teachers also. Approximate 1000 books are there to read. Students can take and read the books for fortnight.

The world suffered a lot due to the pandemic of the COVID-19 and resultantly, the teaching-learning process as well as other curricular activities of the department in the offline mode was restricted for long during the first half of the session July'2021 to June'2022. In this phase, all kinds of departmental activities were disposed of online.

But in the last half of this session,teachers used lectures, tutorial classes, project works as the mechanism of interaction with their students. During this phase the mode of evaluations was based on internal assessments as well as constant home assignments.

Apart from this a large number of students of the said departmentactively participated as the members of NSS unit of this college.

During the session departmental meetings took place at stipulated time interval.

ANNUAL REPORT 2021-22

DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE

KRISHNAGAR WOMEN'S COLLEGE

Political Science is an integral part of any College offering graduation in Humanities and Social Sciences. Keeping in mind the same, the Deptt. Of Political Science was established in the year 1958 during the establishment of the College. The BA(Hons) course in Political Science was started in the year 2005 in the College. There is a maximum intake capacity of 75 students each year for BA (Hons) course in Political Science.

There is a sanction post of 2 teachers in this Department. The following teachers are at present posted in this Department at present.

Baijayanti Ghosh, MA, M Phil, Asst. Professor and Head of the Department

The other post is vacant at present. 2 Visiting lecturers have been engaged to teach students of this Department. They are

Sri Novonil Dey- MA, M Phil

Smt.Mallika Saha-MA

In the year 2021-22, a total of 32 students were admitted in the 1st semester of BA(Hons) course in Political Science. In the same year 18 students appeared in the 6th Semester Final examination of BA (Hons) in Political Science conducted by the Universit All 18 students passed the final examination. Out of them 1 student has been admitted MA Course in Calcutta University.

Apart from BA(Hons) course, the Department also conducts regular classes of Political Science for BA, Pass Course.

Apart from the regular classes, the Deptt. conduted 3 special lecture classes fo BA(Hons) students. One of these lectures were delivered by Dr Parikshit Thakur (Astt. Professor of Dwijendralal College, Krishnanagar) on International Relations on 20.04.22.Other two lectures were delivered by Sri Sanjib Kumar Biswas (Astt. Professor of Chakdah College) on Public Administration on 28.04.22 and 29.04.22

A Departmental Seminar was conducted on 23.06.22 on "Trending topics of Politics". This seminar was attended by the students of BA(Hons) course.

A Documentary movie show conducted for the students by this Department or 23.04.22. The movie ""The Boy with Striped Pajama" was shown to the students.

The Constitutional day was celebrated on 26.11.21 in the Department.

The students and faculties of this department took part in all these programs with huge enthusiasm.

Departmental Profile
Department of History

The Department of History is one of the old Department of the College. It started its journey as General Degree course in History under University of Calcutta and obtained approval for introduing History as Honours course in 2003. At present around 100 students are studying in the department in first, third and fifth semester. There are also two teachers. The Department adopts bilingual mode of teaching thus benefitting students with relevant knowledge, competence and creativity to face global challenge.The Department places special emphasis on regular assessment of a student progress, Students are encouraged to attend various National, International level Seminar/ Webinar, Debate, Quiz Competition etc. Special lectures, Departmental Seminars, Educational Tour and various educational and cultural activities are regularly arranged in the Department are placed in various fields in the country. The Department offers the B.A. Honours & General Programme course in History undr CBCS system of the University of Kalyani.

Department of History

Krishnagar Women's College

Academic Activities (2021-2022)

Date	Activity	Platform
05.01.2022	Parent - teacher meeting	Google Meet Platform
08,03.2022	Celebration Women's Day Seminar "Kamon AchheMeyera?"	Google Meet Platform
31.05.2022	Seminar on 'Libaration Movement in Bangladesh.'	Google Meet Platform
03.06.2022	Fresher Welcome Programme of the Department	Room no. 3 in College Building
03.06.2022	Farewell Programme of the Department	Room no. 3 in College Building
04.06.2022	Educational tour "visit Raghabeswar temple & nearest Lake at Dignagar, Nadia, West Bengal"	All Students
13.06.2022 to 24.06.2022	Add on Course on "Women's Studies"	Google Meet Platform
07.082022	Observe college Foundation Day	College Premises

Annual Report of The Department of Philosophy in the yea 2021-22

The Department of Philosophy has its foundation from the very beginning of th college to provide excellent quality and affordable higher education for girls studen including the underprivileged section of the society. The faculty member of th department encourages students to participate more and more. In this rega department of Philosophy organized regularly quiz competition, debates and Lectu Series on the student friendly topic. As a call of the time students of this departme are also participated and secured rank in sports, debates, seminars, Lecture series a various competitive program like singing, dancing and painting, organized by th college and other institutions of the society. By flourishing their talents departme also enriched and motivated to achieve the goal of learning. As we all know and t students of this department also prove that Learning skills have no boundary in itse In this academic session (july2021- june2022) Philosophy Department organis Various activities like Seminar, vaccination camp, student-teacher meeting etc. brief summary of these are written below .

The Department organised a Staff meeting regarding online classes a departmental profile on 11th and 22nd July, 2021via Google meet.

The Department alsoCelebrateFoundation Day and Annual Prize Distribut Ceremony on 7th August and on 15th August Independence Day Celebration w held via online platform.

After that Online Student –Teacher meeting via Google meet was held on 3rd, and 16th September at 7:00PM regarding below mentioned agendas:

1. online classes
2. teacher's day celebration,
3. pre-puja celebration and
4. preparation for university examination online mood

Once again the department organisedOnline Teacher-Student meeting on 25th September at 10:00 AM regarding the vaccination camp to aware the students initiated by Krishnagar Women's College in collaboration with Kanyashree University.

The Students of the Philosophy Department are enthusiastically organised Teacher's Day and pre - Pujo celebration On 6th October, 2021.

The students also made A video by to celebrate teacher's day and SarodiyoUtsab which was uploaded in youtube.

https://youtu.be/ttZ-LJhjirl

On 29th October an online Faculty meeting was held regarding upcoming National level webinar organized by Department of Philosophy in collaboration with ICPR, New Delhi, re-opening the college and preparation for Odd-semester University Examination.

After thatPhilosophy Department meetingorganised National - Level Webinar in collaboration with ICPR on 7th November, 2021.

A Parent - Teacher meeting was held by department on 4th January to discuss students weakness as well as strengths,need, and learning style.

https://meet.google.com/arw-zaxz-ddg

Annual Report of the Department of Economics for the session 2021-2022

1. In 2021-22 session one student took admission in the 1st semester B.Sc. Honours course in Economics, run by the Department.

2. A parent-teacher meeting was conducted on 8 January 2022, in on-line mode where students of all semesters with their parents joined and discussed various academic matters related to their wards with the teachers of the department.

3. In 2022, all semester students of the department passed B. Sc. Honours in Economics , each securing more than 75% CGPA.

Department of Geography
Krishnagar Women's College
About the Department

The Department of Geography started its journey in 1958 as a General subject. It obtained approval from Kalyani University for introducing Geography as Honours subject in 2003. There are at present 75 sanctioned seats for Honours and 38 sanctioned seats for Programme course. At present there are Two Assistant Professors and One SACT in the Department. The department has well spacious and well-equipped laboratories required for U.G. level. Students feel comfortable while working in the laboratories as they get sufficient equipments, specimens and instruments for their works. Field Surveys are carried out on semester basis in different places having geographically importance.

Besides teaching, the Department organizes class wise seminar, Special Lectures, group discussion, Excursion, field study and workshop. The students can express their geographical knowledge through their writing in the wall Magazines and model making and teachers guide them properly in this regard. Above all, the faculty members are always ready to render all possible assistance and guidance to students within and outside the campus as and when required. All the faculty members and students share a cordial bond with each other.

Best Practices & Academic Activities (2021-2022) at a glance:

Months, Year	Activity	Remarks
5th to 8th October,2021	Online Workshop on "An Introductory Q-GIS Application	Google Meet Platform
9th October,2021	Special Invited Lecture on 'Defining Research Problem, Objectives and Hypothesis Building.'	Google Meet Platform
8th December,2021	Field Survey on Traffic Congestion in Krishnagar Municipality	5th Semester Hons. And Prog.
2nd January,2022	Parent -Teacher Meeting	Google Meet Platform
28th February,2022	National Science Day Observation-2022	All students
26th March,2022	Excursion	5th Semester Hons. And Prog.
28th April,2022	Educational Movie Show	2nd and 5th semester students
29th April,2022	Learning Through Story Telling session	2nd Semester Hons. Students
w.e.f. 2nd May,2022	Faculty Exchange Programme with The Department of Geography,Nabadwip Vidyasagar College	All students
4th June,2022	Departmental Farewell Programme for 6th Semester students	All students & faculty members
5th June,2022	World Environment Day Celebration	In Collaboration with NSS Unit,Krishnagar Women's College and Kanyashree University
11th June,2022	Interdisciplinary Class on Basics of MS-Powerpoint	All students
15th June to 24th June,2022	Add On Certificate Course on Geography of Tourism	2nd & 4th Semester students
30th June,2022	Publication of Departmental e-Magazine-'GEOSPACE'	All students & Faculty members

Annual Report: 2021-22
Department of Chemistry

Krishnagar Women's College, Aurobindo Sarani, Krishnagar, Nadia, WB, PIN - 741101

There are several activities/exercises are performed in the department of Chemistry in the year 2021-22. To help build students' carrier there are many programmes including workshops, seminars and competitions were arranged by department of Chemistry during the year which includes:

a. ***Student's awareness programme (26th November, 2021)***

In this programme many points/subjects including timely finishing syllabus, anti-ragging helpline, student's carries, etc. were discussed.

b. ***Mentor-mentee exercises***

It was conducted to provide students a comprehensive support system to encourage and motivate our students to achieve professional and personal goals through our guidance and support.

c. ***Science day celebration (28th February, 2022)***

On the commemoration of Sir C V Raman, the National Science Day was celebrated in the department of Chemistry through demonstration and poster presentation by all students to deliver the message about the importance of basic science in our daily life.

d. ***Parent-teacher meeting (2nd January, 2022)***

Department of Chemistry conducted a virtual parent-teacher meeting for our students of B.Sc (H) of semester I, III and V. The teachers made use of digital application like 'Google Meet' to interact with parents via video conference.

e. ***Study tour to The University of Kalyani (22nd April, 2022)***

To motivate the students and inculcate the knowledge of theory with practical demonstration, a one-day educational tour was organized to visit department of Chemistry in The University of Kalyani.

f. ***Students' Seminar (28th June 2022)***

Department of Chemistry organized a one-day students' seminar with B.Sc (H) Sem-VI students where they presented their talks on various topics in Chemistry.

g. ***Online quiz contest on world environment day (5th June 2022)***

An online Quiz on World Environment Day was jointly organized by department of Chemistry and department of Physics, Krishnagar Women's College. An overwhelming responses were received from all stakeholders – student, teachers, principals from various colleges.

h. ***Students' result***

All the students have done exceedingly well in their examination, all of them have acquired a CGPA of above 8.0.

Department of Physics

Krishnagar Women's College

Annual report of the Department

The Department of Physics started its journey in 1958 as a General subject. At present there are 66 sanctioned seats for Programme course. At present there are three posts of Assistant Professors in the Department and all the posts are filled. The department has well spacious and well-equipped classrooms with white boards, ICT facilities as well as laboratories with required instruments for performing practical classes for U.G. course. There are also computers with internet facility in the department.

Besides regular teaching, the Department organizes Special Lectures for the students. Also video lectures are frequently uploaded in the YouTube channel of the Department. In 28th July 2021 the Department organized Online Orientation Program for Teachers of the College in collaboration with the Department of Economics of the college. The Department observed National Science Day on 28th February 2022. Students actively participated in the program. On the eve of World Environment Day Celebration, on 5th June 2022 the Department organized an online Quiz Contest in collaboration with the Department of Chemistry of the College. Participants from all round the country actively participated in the program. E-certificate of participation was given to all the participants. The faculty members of the Department also take part in the interdepartmental teaching learning process. On 11th June, 2022 the Department of Geography organized an Interdisciplinary Class on Basics of MS-PowerPoint and Sri Sajal Biswas, Assistant Professor of the Department delivered a speech entitled topic " Creating a better PowerPoint presentation: Why and How?" the students of the Department of Geography actively participated in the Class.

-:-

Annual Report of the Department of Mathematics for the session 2021-2022

1. In 2021-22 session nine students took admission in the 1st semester B.Sc. Honours course in Mathematics, run by the Department.

1. The Department of Mathematics of Krishnagar Women's College made a collaboration with the respective Department of Karimpur Pannadevi College, through the initiatives of the principal/TICs of both colleges to make the optimum use of the faculty resources of Mathematics Departments. As a result online common classes were conducted from the Month of November 2021 by the teachers of the Department of Mathematics, of both institutions where students of both departments started joining.

2. A seminar lecture was arranged by the Department of Mathematics on 4 October 2021 in online mode. The lecture was delivered by Prof. Riddhi Shah, Dept. of Mathematics, JNU. The title of the lecture was " Glimpses into the wor of dynamics".

3. A parent-teacher meeting was conducted on 8 January 2022, in on-line mod where students of all semesters with their parents joined and discussed various academic matters related to their wards with the teachers of the department.

4. In 2022 , all (15 students) final semester students of the department passed I Sc. Honours in Mathematics , each securing more than 75% CGPA.

5. Among the two top ranking students of the final semester, one cleared JAM and got admission in M.Sc. in Mathematics in IIT Kanpur. Another has taken admission in the University of Calcutta in M. Sc. Mathematics.

কবিতার পাতা

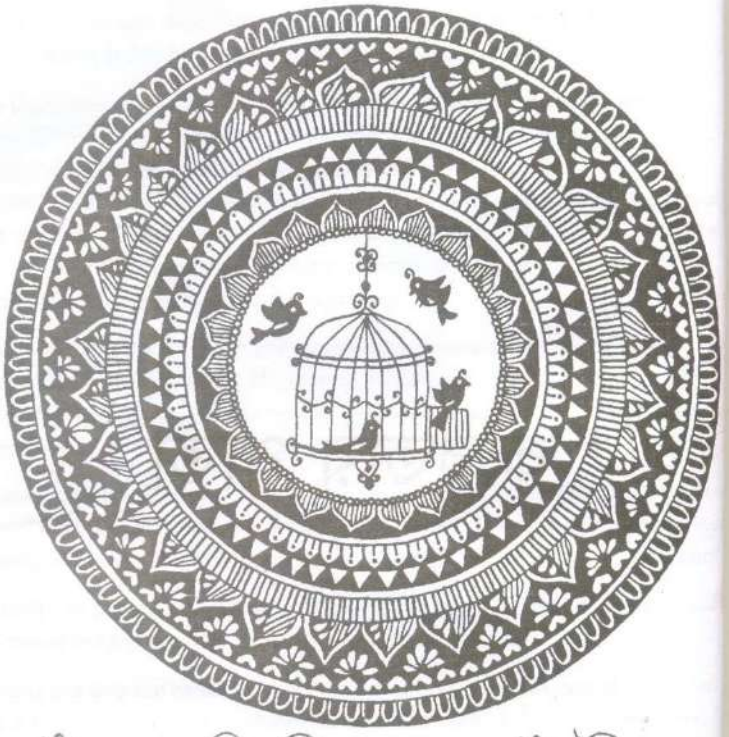

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।

Department : English (5th Sem) Name : Pink Biswas

কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি

মৌমিতা হালদার
(পঞ্চম ষাণ্মাসিক, ক্রমিক - ২২১)

কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি
আজকে আমি চাঁদের সাথে করব লুটোপুটি;
জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মাখবো তারকা বাজির সাথে
আকাশ গঙ্গা বইয়ে দেব, নদীর পাতে পাতে।
কবিতা, তোমায় আজকে দিলাম ছুটি
আজকে আমি সুখের ভেলায় করব মাতামাতি;
বলব তোমায়, দেনা পাওনার হিসেব এখন রাখো
আগে গিয়ে শহরখানা একবার ঘুরে আসো।
কবিতা, তোমায় আজকে দিলাম ছুটি
মনভরা এই বাতাসের সাথে করব ছুটোপাটি;
এই জগতে মজার জিনিস দেখতে পাবে কত
হাত ধরে আজ বলব, তুমি, থাক তোমার মতো।।

প্রতারক

সাবনুর খাতুন *(উইমেন্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী)*

মনের রাঙা মেঘ চলে চায় দূর আকাশের পাড়ে
সবাই মানুষ বিভেদ ভুলে কেউ কাউকে না জড়িয়ে
সবাই ভাবো সবাই মানুষ ডাকো সৃষ্টি কর্তাকে
যদি ভাবো যৌবনেরই ভোরে হৃদয় দেবে কারে
এ চাওয়া নয় অপরাধ?
তবে শুধু ভেবো না সে শুধুই তোমার মনের মানুষ
তাকে বলো মানুষের সাথে মানবতাবাদী হতে
ঘুরো না নিজের স্বার্থে দেশে দেশে, কিন্তু
তুমি জানো না কত নিরীহ মানুষের প্রাণ যেতে যেতে।
হে সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টি মানব তোমাদের কাছে
আমাদের একটাই চাওয়া; অনুরোধ!
তোমরা মানুষ হয়ে ওঠো কখনো হয়োনা অমানুষ

চিঠি

অনিরুদ্ধ বাগচী
(বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃতি বিভাগ)

তুমি একবার যদি এসে বলো
যদি বলো, যা কিছু তোমার অভিমান
সব আসলে তোমার মতন ক'রে ভাবা,
আমার ভাবনার থেকে যা বহুদূরের!

তুমি একবার যদি এসে দেখাও
যদি দেখাও, আমার ভালোবাসাময় ভুলগুলো
তবে সেই ভুলগুলো এবার শুধরে নেবে সবাই,
ভুলে ভরা সময় হারিয়ে ফেলাই শ্রেয়।

তুমি একবার যদি এসে শোনাও
যদি শোনাও, আমার ভরসা রাখার গান
সে গান এখন অনাস্থার বোধক,
আজ গান তাই নিষ্প্রয়োজন।

তুমি একবার যদি এসে বোঝাও
যদি বোঝাও, আমার হিসেবি দিনযাপনের মানে
যে হিসেব এখন বেহিসেব ব'লে সিদ্ধ,
বেহিসেব সব মুছে ফেলার আজ আয়োজন।

বিসর্জন

অঙ্কিতা দে হালদার
(বিষয় - সাম্মানিক ভূগোল,
৪র্থ ষাণ্মাসিক, ক্রমিক- ২২৫)

সাজছে সবাই বরন ডালায়।।।
মায়ের এবার বিদায় বেলায়,
মাতছে সবাই সিঁদুর খেলায় ...
আয়রে সবাই মিলন মেলায়।।

বিসর্জনের বাজনা বাজে
মা চলেছে গঙ্গা পথে ...
পিতারালয় ছাড়িয়া মা
শ্বশুরালয়ের পথে।।

একটা বছরের প্রতীক্ষায় ...
দিন গুনবো আমরা সবাই
মাগো তুমি থেকে অপেক্ষায়...
আনবো তোমায় আবার সবাই।।

মা চলেছে ভেলায় চড়ে
সুখ সমৃদ্ধি উজার করে,
মনের কষ্ট দূর করে
মনের আসা পূর্ণ করে।

চারিদিকে দেবনার সুর ...
বাঙালি আজ বেদনা বিমূর।
কষ্ট চেপে হাসি মুখে
শুভ বিজয়ার জয়ধ্বনী বলে ....
কাশফুলের হাওয়া,
মিষ্টি খাওয়া।।

করোনা

সপ্তমি হালদার

(বিষয় - সাম্মানিক বাংলা,
৬ষ্ঠ সেমিস্টার, রোল নং - ১৬০)

করোনা তুমি আর ডরাওনা
সেই দিন থেকে এসেছো
আমাদের জীবনে দুর্বিষহ করেছ তুমি।
ও করোনা তুমি কেন এলে ভারতবর্ষে,
মানুষকে করতে শেষ
উৎপন্ন করলো যে তোমায়,
কেন থাকলেনা তার কাছে
আসলে কেন এই দেশে করতে মানুষের ক্ষতি?
ক্ষতি করে পেলে কী তুমি? দুর্ ছাই আর অভিশাপ
যারা, চিনেতে ছিলে তো বেশ,
মরতে কেন এলে আমাদেরই দেশে।
ও করোনা তুমি কী কিছুই বোঝোনা,
তোমার জন্য আমাদের কত কষ্ট।
দিতে হচ্ছে মুখে মাস্ক থাকতে হচ্ছে বাড়িতে।
বাড়ি থেকে বেড়োলে খেতে হচ্ছে পিটুনি
তোমার জন্য আর কত সহ্য করবো আমি।
স্কুল, কলেজ, বাস, অফিস, ট্রেন, প্লেন -সবই
আছে বন্ধ, আজো হয়ে তুমি অন্ধ।
গরিব মরছে বেশি রাস্তায়, ফুটপাথে
বসে আছে যারা তারা কি আর জানে তুমি কী সর্বনাশী
তুমি কী এসেছো প্রজন্ম বাড়াতে আর কোনো
দিনই কি ঘারে না-আমাদের দেশ থেকে।
যাও যাও নিজের দেশে ফিরে যাও
থাকিতে দাও আমাদের নিজের মতো করে।
তুমি নিলে বিদায়।
আমরা শান্তি পাবো সবাই।

আমি তোমার কে হই

সপ্তমি হালদার
*(বিষয় - বাংলা সাম্মানিক
৬ষ্ঠ ষাণ্মাকি, ক্রমিক- ১৬০)*

আমি তোমার কে হই
বলবে কেন লোকে
তোমায় আমায় এক সাথে বোঝে না কী দেখে।
লোকের কথা কী আর বলব
কাজই ওদের .....
নিজের না দেখে পরের দিকে তাকায় ওরা বেশি।
আমি তোমার কে হই
বলবো কেন ওদের
বাড়িতে এসে মায়ের কানে লাগাই কথা জোরসে।
কি আর বলব ওদের কথা
বললে যে না হয় শেষ
ওদের জন্য আমার মনে নেয় কষ্টের শেষ।
আমি তোমার কে হই
বলব সবার কাছে
যেদিন তুমি আমায় বলবে ভালোবেসে।
বলব সেদিন তুমি আমার
সারা জীবনের আশা
সেই জন্য কাছে যাওয়া চাই একটু ভালোবাসা।
আমি তোমার কে হই
সেইদিন বুঝবে সবাই
তারপর থেকে কেউ আর কিছু বলবে নাগো আমায়।

মা

পূজা ঘোষ
*(বিষয় - সাম্মানিক ইতিহাস অনার্স,
পঞ্চম ষাণ্মাসিক)*

মা, তুমি আমাদের কাছে সেই প্রিয় মানুষ
যার ভালোবাসায় মিটে যায় সমস্ত অস্থিরতা।
বাড়ি ফিরেই ডাক পড়ে 'মা... ও মা তুমি কোথায়।
তোমার মন ভালো থাকলে শিশুর মন থাকে ভালো
পরিবারের মূল স্রষ্টা মা।
তোমার শূন্যতা যেমন একটা শিশুকে কষ্ট দেয়
ঠিক তেমনই কষ্ট পায় একটা পরিবার।

কথা

রিয়া বিশ্বাস
(৫ ষাণ্মাসিক, ক্রমিক - ৩৯১)

আমাদের অনেক কথা জমে থাকে
মুখোমুখি বলার জন্য
কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না আর
বিরতি দীর্ঘ হয়ে ওঠে
তাই দীর্ঘ বিরতির পর মুখোমুখি হই যখন
জমে থাকা মান-অভিমান হারিয়ে যায়
কথা ফুরিয়ে আসে ....
আর বলা হয়ে ওঠে না।।

হারিয়ে যাওয়া পাখি

প্রিয়া মণ্ডল

(বিষয় - সাম্মানিক বাংলা
৬ষ্ঠষাণ্মাসিক, ক্রমিক- ২২১)

কত পাখি আসে যায়
তোর না মেলে দেখা
তুই কেন চলে গেলি
আমায় দিয়ে ব্যথা
আগই তুই গিয়েছিলি চলে
ফিরে এসেছিলি আপন মনে
এবার কেন আর এলি না ফিরে?
দূরে কোথাও আওয়াজ পেলে
ছুটে গিয়ে ডাকি মিঠু মিঠু বলে
মা তোকে বেসেছিল ভালো
আমার মতন করে
তাই তো মা হাঁটতে গিয়ে
আনতো তেলাকুচু পেরে
মা বলে তুই ছিলি ভগবানের রূপ
যতদিন ছিলি তুই হয়নি কোনো দুখ
কেন তুই গেলি চলে
আমাদের কষ্ট দিয়ে
আমাদের কি কোনো ভুল ছিল
তোর আপ্যায়নে?

আমাদের গ্রাম

নিকেতা বিশ্বাস

(বিষয় - সাম্মানিক বাংলা, পঞ্চম ষাণ্মাসিক,
ক্রমিক - ৫৫০)

গ্রাম মানে চারদিক সবুজ সবুজ ঘেরা,
সন্ধে হলেই চাষিদের ঘরে ফেরা
ক্ষেতের পর ক্ষেত সোনার ফসল দেখে,
কৃষকদের মুখে শান্তির হাসি ফোটে।

গ্রাম মানে বসন্তে কোকিলের গান।
যা শুনে জড়িয়েছে মন প্রাণ
গ্রাম মানে নদীর অতলে ছোটো ছোটো ঢে
যেন প্রাণ দিয়ে ছুঁয়ে গেছে কেউ।

গ্রাম মানে সব বাধা পেরিয়ে ওঠা
মনের স্বপ্নগুলো আঁকড়ে বেঁচে থাকা,
গ্রাম মানে মাটির কাছাকাছি থাকা,
গ্রাম মানে অনেকখানি মনের ভালোবাসা।

আলোর কথা

ঋষিতা বিশ্বাস *(৪র্থ ষাণ্মাসিক, ক্রমিক- ০৫৩৯)*

দিনের আলো চুপটি থেকে
রাত পোহালো ঘুমিয়ে থেকে।
যখন আকাশে সূয্যি ওঠে
চেয়ে দেখি স্কুলের পাড়ে, ঘণ্টা বেজে ওঠে।
পুকুর পাড়ে হাঁসগুলি সব
চড়ে বেড়ায় সারে সারে।
হঠাৎ করে সন্ধ্যে হলো
যে যা নিজের ঘরে এলো।
কেউ বা করে লেখা পড়া, কেউ বা করে কাজ
এইভাবে যে দিনরাত্রি কেটেই গেল আজ।

মহামারী

শর্মিলা সাহা

(৪র্থ ষাণ্মাসিক, রোল নং - ০১১৮)

কতজন হলো দিগ্‌ভ্রম্‌
কত মানুষ হারালো শ্রম,
হঠাৎ এলো এক দমকা ঝড়
বিশ্বের মানুষ হল নিথর।
কাঁদছে শত শত অসহায় প্রাণ,
ব্যবস্থা হল কত ত্রাণ,
কবে থামবে মানুষের হাহাকার!
সমাজের বুকে অজস্র চিৎকার।
যেদিন বিশ্ব পাবে জয়,
সেদিন ভেঙে যাবে দুশ্চিন্তা ও ভয়।

যান্ত্রিক পাখি

স্মৃতি সমাজদার

(সাম্মানিক বাংলা, ৪র্থ ষাণ্মাসিক, ক্রকিম - ২২৫)

দেখেছিলাম পাখির পা,
হয়ে গেল তা যান্ত্রিক চাকা।
উড়েছিল নিজ মনের চাহিদায়,
ভবিতব্যে উড়া-শিখল সরকারি ইচ্ছায়।
কখন যেন ইচ্ছা বিরুদ্ধ ভাবে,
সারা কলেবর হয়ে উঠল রক্তমাংসহীন খোলসে।
গড়ে ওঠা ডানা পাল্টে হল লৌহ।
শুরু হল পর্যটন যুক্ত বিদেশ বেড়ানো।
ভেবেছিল কি সেই পাখিটা,
কোনো দিন, জ্বলে উঠবে তার আঁখিটা।
শুরু হল যান্ত্রিক পাখির চলা,
শেষ হল সামাজিক পক্ষি বলা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণে

অরুণকুমার মিস্ত্রী *(শিক্ষাকর্মী)*

ইতিহাস আমায় ভুলে গেলেও
ভুলতে পারিনা আমি।
বর্তমান যেন আমায়
মনে করিয়ে দেয়
বর্ণপরিচয়, আর আদর্শ লিপি
ইতিহাস হল সব থেকে দামি।

কেন কি জানি,
আমি শুধু তার কথা ভাবি
একই ভাষা, একই দেশবাসী,
তার আদর্শে চলি না কেন
আমরা দেশবাসী?
ল্যাম্পপোস্টের নিচে যিনি,
জ্বালিয়েছিলেন শিক্ষার আলো
সেইতো বর্ণের পরিচয় দিল,
মহিলা শিক্ষায় সে সফল হলো
বিধবা বিবাহ চালু করলো।
আরো তার কথা বাকি রইল
সেই আমাদের রেলগাড়ি
হুইস্‌ল মারে ভারি ভারি,
যাত্রী ডাকে কুলি কুলি,
শুনে কুলি বোঝা নিল তাড়াতাড়ি,
পৌঁছে দিল বাড়িতে তারি।
অর্থ দিতে এলেন যেই
হেসে কুলি বললেন এই,
কুলি তো আমি নই
ঈশ্বরচন্দ্র যে আমি হই।

ফেরারী মন

পরিচিতা দাস
(বিষয় - সাম্মানিক গণিত, ৪র্থ ষাণ্মাসিক)

সময় ছোটে, দিন পাল্টায়, হারানো,
মুহূর্তগুলো গড়ে তোলে এক অস্থির মন।
ফিরে পাওয়ার আকুলতা
জোগায় শুধুই শিহরন।

ক্ষণিকের সাথে বয়ে যায়,
রাতজাগা পাখির দীর্ঘশ্বাস।
আঁধারকে দূরে সরিয়ে
জাগরণ ঘটে জোনাকির আলোর আভাস।

একগুচ্ছ মুহূর্তের সঙ্গী
হাজার হাজার মর্মস্পর্শী কথা।
কলমে ভাঁটা পড়ায়, পাশে পড়ে
থাকা কবিতার, হয়নি সূচনা।

জানালার শার্সির কাছে
কাঁচের গুঁড়োর স্তব্ধ বাতাস
ডায়রির পাতা থেকে
বিচ্ছুরিত হয় নীলচে আকাশ।

ছায়াপথ ধরে হাতছানি দিচ্ছে
মুহূর্তের সাথে মিশে থাকা প্রাণ।
ব্যস্ততা বাড়ার মাঝে, তবুও
কোথা থেকে উঁকি দেয় ফেরারী মনের পিছুটা

গদ্য বিভাগ

Arpita Saha
Roll No. - 210265
English Deaprtment

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

পরিচালন সমিতি

Legal Awareness Camp
Krishnagar Women's College
LEGAL AWARENESS PROGRAMME FOR WOMEN
National Commission for Women, India
State Legal Services Authority, West Bengal

NATIONAL SERVICE SCHEME
(N.S.S.)
KRISHNAGAR WOMEN'S COLLEGE UNIT
KRISHNAGAR - NADIA

Annual Sports Meet - 2022
Organized by
Krishnagar Women's College

YOUTH PARLIAMENT

মানবজীবনে নদী ও অর্থনীতি : কয়েকটি বাংলা উপন্যাসে তার প্রভাব

প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর - কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ (বাংলা বিভাগ)

মানবজীবনের উষালগ্ন থেকেই নদীর সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক। এমন-কি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব বিকশিত হয়েছিল সেই জলের মধ্যেই। মানুষ ও নদী পরস্পরের হাত ধরাধরি করে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এমন-কি বিশ্বের বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতাগুলিও বিকশিত হয়েছিল এই নদীকে কেন্দ্র করেই। যেমন মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল টাইগ্রিস নদীকে কেন্দ্র ক'রে, মিশর সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল নীলনদকে কেন্দ্র ক'রে, চীন সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল হোয়াংহো নদীকে কেন্দ্র ক'রে। সিন্ধু সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল সিন্ধু নদীর তীরে। মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা সিন্ধু নদীর তীরে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই , নদী ও মানুষ একই শব্দবন্ধে ধরা পড়েছে। নদী ও মানুষের এই নিবিড় সম্পর্কের সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে আরেকটি শব্দ সেটা হল, অর্থনীতি। নদীকেন্দ্রিক অর্থনীতি মানব জীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িয়ে গেছে সেই প্রাচীনকাল থেকে।

পৃথিবীতে প্রাচীন সভ্যতাগুলি নদীর তীরে গড়ে ওঠার বেশ কতকগুলি কারণ ছিল। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা। তখনকার দিনে আজকের মত এত যোগাযোগ ব্যবস্থা সাবলীল ছিল না। পথঘাট গুলি ছিল দুর্গম। সে কারণেই যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে নদীগুলি ব্যবহৃত হ'ত। এছাড়া নদীর জলে পুষ্ট হতো বিভিন্ন শাক, সবজি, ফসলাদি। ব্যবসায়িক লেনদেন তখনকার দিনে মূলত পরিচালিত হতো নদীকে মাধ্যম করেই। শুধু তাই নয়, নদীর সোনালি ফসল মানুষকে, খাদ্য, বস্ত্র জোগান দিয়েছে। বিপদে আপদে মানুষকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে এই নদী তাকে রক্ষা করেছে। ফলত নদী হয়ে উঠেছে মানবজীবনের দাত্রী ও ধাত্রী।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল চর্যাপদ এর মধ্যে দিয়ে। সেই সময়ের জীবনেও নদীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। চর্যাপদে আছে .....

"ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহি।
দু আনতে চিখিল মাঝে ন থাহি।

এই সময়ের সমাজব্যবস্থায় নারীরা খেয়া-পারাপার করত। এই মধ্য দিয়ে একটা উপার্জনের রাস্তা তৈরি হয়ে যেত। আবার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলিতেও নদীর প্রভাব ছিল অপরিসীম। মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদ সওদাগর সপ্তডিঙা পাড়ি দিত নদীকে কেন্দ্র করেই। পৌঁছে যেত অন্য দেশে

ব্যবসা বাণিজ্য করতে। অর্থাৎ নদী হয়ে উঠেছে যোগাযোগ ও অর্থনীতির অন্যতম ধারক ও বাহক।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে ও আমরা নদীর ভূমিকা দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ছোটগল্পগুলি বিকশিত হয়েছিল পদ্মা তীরবর্তী জনজীবনকে কেন্দ্র করেই। তার অন্যতম একটি বিখ্যাত ছোটগল্প, সুভা। সে কথা বলতে জানেনা। রবীন্দ্রনাথ গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের জানিয়ে দেন :

সুভার না বলা কথা কে নদী যেন কল্লোলিত হয় তার অব্যক্ত ভাষাকে ব্যক্ত করে তুলেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, অসংখ্য ছোটগল্পে আমরা এই নদীর ভূমিকা কে বিশেষভাবে দেখতে পেয়েছি।

ছোট গল্পের মত নদীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে এই তালিকাটি একেবারে অল্প নয়। বাংলা উপন্যাসের জন্ম থেকে আজ অবধি বাংলা সাহিত্যে নদী এসেছে বিভিন্নভাবে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো বা পরোক্ষভাবে। এর মধ্যে বিশেষভাবেই নাম করতে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর, 'পদ্মা নদীর মাঝি', (১৯৩৬) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', (১৯৫০) সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭)। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'। অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস, একটি নদীর নাম, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের, 'ইছামতি', (১৯৫০) এছাড়াও অনেক উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে।

এবার আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট উপন্যাস কে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। এবং দেখা যেতে পারে নদী ও মানব জীবন সেইসঙ্গে অর্থনীতি কিভাবে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। নদী তো কেবলমাত্র প্রবহমান জলধারা নয়, নদীর বুকে লুকিয়ে থাকা সোনালী ফসল নদী তীরবর্তী জনজীবনকে অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে মানব জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে নদী হয়ে উঠেছে মানব জীবনের ধারক ও বাহক। বাঁচা -মরার অন্যতম জিয়নকাঠি।

এক্ষেত্রে প্রথমেই আলোচনা করা যেতে পারে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', উপন্যাসের কথা। পূর্ববঙ্গের পদ্মা তীরবতী জনজীবন, তথা মাছমারা দেশ জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে এই উপন্যাসটি। এটি আবার এক অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাসও বটে। আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সেই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ঠিক এখানেই পদ্মা তার দু কূলে গড়ে ওঠা মালো জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। উপন্যাসের নায়ক কুবের মাঝি। তার দিন এনে দিন খাওয়া অবস্থা। লেখকঃ উপন্যাসের ষষ্ঠ পৃষ্ঠাতেই জানিয়ে দেন, বর্ষাকালে পদ্মায় ইলিশের মরশুম চলছে। কিন্তু কুবেরের জ্বর। এই জ্বর গায়ে ও তাকে মাছ ধরতে বের হতে হয়। কারণ "উপার্জন যা হয় এ ইলিশের মরশুমে" তাই লেখক এর আরো সংযোজন :

"শরীর থাক, আর যাক, এ সময়ে একটা রাত্রেও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না"। এটাই হলো পদ্মা তীরবর্তী মালো জীবনের যথার্থ বাস্তবতা।

কারণ জীবন জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপকরণ এই নদী, নদীর বুক চিরে খুঁজে না সোনালী ফসল। লেখকের আরো আমাদের জানিয়ে দেন, বর্ষাকালে বিপুল পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়, তখন তার বিস্তৃত কলেবর এর মধ্য থেকে মাছ ধরা কঠিন। তাই শরীর থাক আর যাক তাকে মাছ ধরতে বের হতে হয়। এভাবেই একটা

নদী অসংখ্য মানব জীবনের অর্থনীতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে।

এমনই আরেকটি নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস হলো সমরেশ বসুর গঙ্গা (১৯৫৭)। পদ্মা নদীর মতোই এই উপন্যাসও আছে মাছ মারা দের জীবন কাহিনী। গঙ্গা তীরবর্তী জনজীবনের উপার্জনের প্রধান হাতিয়ার এই গঙ্গাবক্ষ। হাজার হাজার পরিবার নির্ভরশীল হয়ে আছে এই নদীর উপর। অপন্যাসিক নির্দ্বিধায় আমাদের জানিয়ে দেন :

"তেতুলিয়া, সারাপুর, ঘোড়া গাছি ফরিদ কাটি বীরপুর তাবৎ পূর্ব উত্তর আর পূর্ব-দক্ষিণ ঠেকিয়ে আসছে যাবত মৎস্যজীবীরা। জেলে, কৈবর্ত, নিকিরি, চুনুরী, মালো সবাই আসছে। অধিকার রাজবংশীরাও কালে কালে মাটি হারিয়ে মৎস্যজীবী হয়েছে। ওরাও আসছে।"

শুধুমাত্র মালো জীবন নয়, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেও গঙ্গা বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন। গঙ্গা এই সমস্ত মানুষের ধাত্রী রূপে প্রতিভাত হয়েছে অর্থাৎ একটা বিশাল জনগোষ্ঠী কে বাঁচিয়ে রেখেছে এই গঙ্গা। উপন্যাসের নায়ক শ্রীবিলাস। তার পূর্বপুরুষেরাও মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করছে এই গঙ্গার বক্ষে। তার বাবাও মারা গেছে মাছ ধরতে গিয়ে। তথাপি সে সে থাকেনি। জীবনের তাগিদে তাকেও গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভাসাতে হয়েছে। উপন্যাসের একটি অন্যতম চরিত্র পাঁচু। বয়স তার তিন কুড়ি। তাকেও মাছ ধরতে বের হতে হয়েছে। উপন্যাসে আছে :

"থাকতে হবে তিন মাস। বাকি দুমাস ঘরে মাছ মারার পয়সা দিয়ে খাবে, ঘরে আবার কমপক্ষে মাছ ছয়েকের ঘরে খাবার পয়সা আনতে হবে না। না গিয়ে উপায় কি! এই হল মাছমারাদের জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা।

নদীকেন্দ্রিক আরেকটি অন্যতম প্রধান উপন্যাস হলো অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৭) লেখক নিজেই মালো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন মাছ মারাদের জীবনকে । গভীর মমতায় লেখক মালো সম্প্রদায়ের জীবনের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি, নদীর সঙ্গে তাদের অর্থনীতিকে সুস্পষ্টভাবে তুলেছেন ধরেছেন এই উপন্যাসে। উপন্যাসের সূচনাটি বেশ চমকপ্রদ:

"তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুল জোড়া জল, বুক ভরা ঢেউ, প্রাণ ভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াতে বসে। কিন্তু পারে না।"

এই তিতাসের দুকুল জুড়ে গড়ে উঠেছে। মালো সম্প্রদায়ের বাস। তিতাসের বুকে বড় বড় জাল ফেলে তারা মাছ ধরে, জীবন জীবিকা নির্বাহ করে এই মাছ বিক্রি করে। তিতাসের থেকে অনেক দূরে আছে আরেকটি ছোট নদী নাম বিজয়। সে নদীতে হাঁটু জল থাকে মাছ পাওয়া যায় না। এই বিজয় নদীর সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে লেখক আমাদের জানিয়ে দেন :

"এখানে যদি তিতাস নদী না থাকিত, বিজয় নদী থাকিত, তবে নাকের চারিদিক থেকে বায়ুটুকু সরাইয়া রাখিলে যা অবস্থা হয়, তাদের ঠিক সেই রকম অবস্থা হইত"

এই বাক্য বন্ধনী থেকেই বোঝা যায় তাদের কাছে তিতাসের গুরুত্ব কতখানি। লেখকের আরো গভীর

মমতায় জানিয়ে দেন :

"যতদিন নদীতে জল, ততদিন তারা জলের উপর ভাসে । জল শুখালে তারা জলের সঙ্গে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।"

তখন আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না, নদী-মানুষ ও অর্থনৈতিক সমীকরণ কে। যা একসূত্রে বাঁধা পড়ে। উপন্যাসের অন্তিমে তিতাসের জল শুকিয়ে যাচ্ছে, মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এরূপ অবস্থায় তাদের জীবন ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। তিতাসের তীর পরিত্যাগ করে তারা দূর-দূরান্তে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। এভাবেই একটী নদী একটা বৃহৎ অংশের মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

তথ্যসূত্র

১। পদ্মা নদীর মাঝি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২। গঙ্গা : সমরেশ বসু।
৩। তিতাস একটি নদীর নাম : অদ্বৈত মল্লবর্মণ।
৪। কালের প্রতিমা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
৫। কালের পুত্তলিকা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
৬। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
৭। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

Acharya Prafulla Chandra Ray

Dipanwita Biswas

Chemistry (Hons.) 5th Semester, 2022

(2nd August 1861 - 16th June 1944)

India for ages has given the world several gems-one of them being the well know ***"Father of Chemisry in India"***, the founder of the first ever Bengal Chemicals and Pharmaceuticals.

"Science can wait, Swaraj cannot...."

This man who discovered stabel compound, MercurousNitrite in 1995 to the world was not just a box ofintelligenceand creativity, but was anideal man too whostood always prepared to respond to the call of time and humanity. **Mercurous Nitrite.**

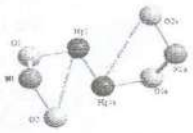

Molecular view of $Hg_2(NO_2)_2$

Sir Prafulla Chandra Ray (2 August 1861-16 June 1944) the Bengal Chemist was also an educationist, industrialist, philanthropist, and a true patriot, Originally trained at the University of Edinburgh, he worked for many years at Presidency College and Calutta University. He was also the author of two volumes of "A History of Hindu Chemistry", where we can find the continuous tradition of scientific tradition in chemical science from the Earliest Times to the Middle of Sixteenth Century" (1902-1908). This versatile man, throughout his life had his head high competing against the

British, snatching off what he deserved and fighting for Swaraj till the end. The contemporary Government records mention him as a "Revolutionary in the garb of a Scientist". He was sympathetic towards the revolutionaries and often provided them shelter and food at his factories.

He focussed on industrial improvement of Bengal. With a small capital of Rs. 700, he established the swadeshi industry, Bengal Chemical Works. This company produced herbal products and indigenous medicines initially. In 1901, the enterprise became a limited company, Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Works Ltd. This was the India's first pharmaceutical company. It was a success and with the help of several other scientists and nationalisticleaders, it grew in size and multiplefactorieswere established in different parts of Bengaland India.

Structure of Napthalene

If any one of you used any of the common Household sanitizing product like phenyl or napthalene balls, you have been touched by the legacy of the Accharya! Though multiple accolades have beenshowered upon him throughout his life (the most noteworthy being the Companion of the Order of the Indian Empire in 1912 and the title of Knight Bachelor in 1919) he led a very simple and almost frugal life which he dedicated to the service of his Motherland.

Napthalene Balls

Acharya Prafulla Chnadra Ray created a new generation of Indians that included Satyendra Nath Bose, Meghnath Saha, Shanti Swarup Bhatnagar and Chandrasekhar Venkata Raman. These luminanaries dedicated their lives developing science in the country. This second generation of the scientists made the Golden Period of Indian Science a reality. From 1910 to 1930, the modern science rose to the new heights.

It is to be noted that the conference was held on the **161th birth anniversary of Acharya Prafulla Chandra Ray** on 2nd - 3rd August 2022, under the aegis of **Azadi ka Amrit Mahotsav** organised by Ministary of Culture, New Delhi.

বর্ষার পাহাড়ের দেশে

বৈজয়ন্তী ঘোষ

(বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

মেঘেদের রাজ্যে পৌঁছে গেছি। চারদিকে মেঘ আর মেঘ। মাঝেমাঝে আকাশ ছাপিয়ে বৃষ্টি আসছে ঝমঝমিয়ে। আবার একটু পরেই মেঘ সরে দুদিকের সবুজ পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। না, স্বপ্ন নয়। কোনো রূপকথার গল্পও নয়। আমি চলেছি দার্জিলিং এর পাহাড়ে ঘেরা এক সুন্দর গ্রাম—সিটং-এ। ট্রেনে করে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছেছিলাম আগেরদিন। শিলিগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকাল হতেই রওনা দিয়েছি পাহাড়ের দিকে। এই ভরা বর্ষায় পাহাড়ে যেতে অনেকে না করেছিলো। বলেছিলো,বর্ষায় পাহাড়ে কিছু দেখা যাবে না। উল্টে ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে বিপদ। কিন্তু কারো কথা শুনিনি। মূলত শিলিগুড়িবাসী আত্মীয়ের আহ্বানেই এই পাহাড় যাত্রা। আর এসে বুঝলাম, ভাগ্যিস এসেছি, নইলে বর্ষায় এই পাহাড়ের এক নতুন রূপ, যে রূপের সাথে আমরা সচরাচর পরিচিত নই, তা অধরা থেকে যেত।

শিলিগুড়ি শহরের যানজট পেরিয়ে একটু গেলেই সুকনার প্রতিরক্ষা এলাকা। তারপরেই জঙ্গল শুরু আর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সেই পাহাড় কখনো মেঘে ঢেকে যায়, আবার কখনো সূর্য লুকোচুরি খেলে পাহাড়ের আড়ালে। আমাদের গন্তব্য সিটাং। শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। সময় লাগলো দু'ঘন্টার কাছাকাছি। রাস্তায় একবার গাড়ি থামাতে হ'ল গাড়ির টায়ার বদলাবার জন্য। সেই ফাঁকে একটু চা জলখাবার খাওয়া। রাস্তার ধারের দোকান থেকে কিনলাম ''ছুরপি।' খেতে হয় মুখের মধ্যে সারাদিন ধরে রেখে। এতে শরীর গরম থাকে। ক্লান্তিও আসে না।

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার আসিশ। নিজের গাড়ি নিজেই চালায়। সবসময় হাসিমুখ। নেপালি ঘেঁষা উচ্চারণে খুব মিষ্টি করে হিন্দি বলে। কথায় কথায় জানা গেল, সিটং-এই বাড়ি আসিপ এর। বাবা মা মারা গেছেন, বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আসপি এখনো বিয়ে করেনি। তাই, বাড়িতে একা ও। এই পথই যেন আসিপ এর ঘর।

রাস্তায় মেঘ বৃষ্টি দেখতে দেখতে পৌঁথে গেলাম সিটং-এ। আমাদের আগে থেকেই বুকিং ছিল" বিশেষ হোমস্টে" তে। সিটং একটা ছোটো গ্রাম। এখানে অনেক বাড়িতেই হোমস্টে আছে। এছাড়া আছে একটা মিনি মার্কেট। তাতে কতিপয় দোকান, একটা রেস্তোরাঁ ও একটা এ টি এম। হোমস্টের কর্মীরা ছাতা নিয়ে দৌড়ে এলেন আমাদের ঘরে পৌঁছে দিতে। হোমস্টে হলেও এখানে প্রতিটা ঘরের সঙ্গে বাথরুম আছে। সেই বাথরুমে গিজারও আছে। ঘরে চা বানাবার ব্যবস্থা ইলেকট্রিক কেটলির মাধ্যমে। সব মিলিয়ে খুব সুন্দর ব্যবস্থা। হোমস্টে হ'লেও কোনো হোটেলের চাইতে কম নয়। ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়াতেই মন ভরে গল। সবুজপাহাড় একদম সামনে। যখন বৃষ্টি নামছে, তখন পাহাড়ের অন্য রূপ। চারদিক মেঘে

ঢাকা। আবার একটু পরে বৃষ্টি থেমে গেলে চারদিক ঝকঝকে। বর্ষাকাল বলেই বোধ হয়, গাছপালা একটু বেশিই সবুজ। সবুজ গাছে মোড়া পাহাড়ের কোলে এক ছোট্ট গ্রাম সিটং। বাইরের জগতের কাছে সিটং এর পরিচিতি কমলালেবুর জন্য। কমলালেবুর গ্রাম বলেই এর সুনাম। শীতকালে না এলে, কমলালেবুর বাগানে দেখা যায় না। তবে যা দেখতে পেলাম, তাও অনেক। সারাদিন ঘুরলাম সামনের রাস্তায়। এই রাস্তাই উঠে গেছে ওপরে দূরের পাহাড়ের দিকে। রাস্তার পাশে ছোট ছোট বাড়ি। ছোট হ'লেও ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর প্রতিটা বাড়ির সামনে টবে অনেক গাছ লাগানো। পাহাড়ের মানুষ পরিশ্রমী ও কর্মঠ।

পরদিন গেলাম অহলদাড়ায়। জঙ্গলের মধ্যে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। অবস্থা ভীষণ খারাপ। বৃষ্টির জন্য রাস্তা কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। কিছুটা যাবার পর গাড়ি আর যেতে পারল না। অগত্যা শেষের দু'তিনশ মিটার পদব্রজে। তবে সব কষ্ট ভুলে গেলাম অহলদাড়া ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে। ভিউ পয়েন্ট থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরে কার্শিয়াং শহর অবধি দেখা যায়। অহলদাড়া ভিউ পয়েন্ট এর কাছেও কয়েকটি হোমস্টে আছে। তবে, তারা ব্যবস্থাপনায় সিটং-এর বিশেষ হোমস্টের মতো অত ভালো নয়। ফেরার পথে একটা লেক দেখলাম। সবসময় সেই লেক এ জল থাকে না। লেক এর চারদিকে কাঁটাতার এর বেড়া। গেট বন্ধ থাকায় দূর থেকেই দেখতে হ'ল। বাইরে থেকেই দেখলাম লাটপাঞ্চার অরণ্য। মরশুমে দেশ বিদেশের পক্ষীপ্রেমিরা এই অরণ্যে ভিড় জমান পাখি দেখার জন্য। রাত থাকতে বেরিয়ে পড়তে হয় এই অরণ্যের উদ্দেশে।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে এলে অধিকাংশ পাহাড়ি গ্রামেই কিছু করার থাকে না। হোমস্টেতে ঘরে টিভিও নেই। তাই একঘেয়েমি কাটানোর জন্য হোমস্টে কর্তৃপক্ষ সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন। হোমস্টের মাঝের চাতালে সাউন্ড বক্স লাগানো। হোমস্টে মালিক নিজেই হাতে মাইক নিয়ে গান শুরু করলেন। তারপর হোমস্টের গেস্টদের আহ্বান জানালেন গান গাইবার জন্য। আসর জমে গেল অল্প সময়েই। হোমস্টের গেস্টরা কেউ গাইছেন। বাকিরা অনেকে সেই গানের তালে নাচছেন। বাচ্চা বুড়ো কেউ বাদ নেই। সবমিলিয়ে এক অন্য ধরণের অভিজ্ঞতা। বেশ ভালো লাগলো।

বিশেষ রাই ও তার দাদা অনুপ রাই মিলে এই হোমস্টে চালান। সদ্য গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বিশেষ রাই এই হোমস্টের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাদের সবসময় হাসিমুখ। তার কর্মচারীরাও সবসময় অতিথিদের জন্য তৎপর। খাবার ঘরে বুফে সিস্টেমে নিজেকে নিয়ে খেতে হয়। খাবার ঘরেও গান বাজে সবসময়।

পরদিন ফিরতে মন চাইছিল না। তবু ফিরতে হ'ল আসিপ-এর গাড়িতেই। অনেকে এখন থেকে কার্শিয়াং বা রবীন্দ্রনাথ এর স্মৃতিবিজড়িত মংপুতে যান। আমরা যাই নি। কারণ, শিলিগুড়ি ফিরে সেখান থেকে আমরা গেলাম তিস্তার ধারে গাজলডোবায়। সে গল্প আরেকদিন।

বৃষ্টি আর আমি

– কলমে সুরশ্রী সাহা

(৪র্থ ষাণ্মাসিক, ইংরেজি সাম্মানিক, ক্রমিক - ১২০০৪৪০)

জানি ভাবছেন, বৃষ্টি কি কোনো মেয়ের নাম? নাহঃ আজো তা নয়। এ তো বর্ষার সেই বৃষ্টি যা গ্রামে -গঞ্জে, দূর-দূরান্তে, শহরের আনাচে-কানাচে গলির বুকে পড়ে কত হাজারো মানুষের মনে এক অপরূপ মুগ্ধতার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শেক্সপিয়র— মহান কবিদের লেখায়, গানে কোথাও না কোথাও বৃষ্টির স্থান চিরকালীন। কেউ কেউ তো আবার বর্ষাকে প্রেমের মরশুমও বলে থাকে। আবার কারো কাছে বৃষ্টি মানেই এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা যা মুহূর্তের পলকে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভালোলাগার সৃষ্টি করে আর প্রশান্তি এনে দেয়। অবশ্য যারা এই গভীর জীবন-ব্যস্ততার মাঝেও এই সুন্দর প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারে, তারাই কেবল জানেন।

আমার সাথে বৃষ্টির সখ্যটা একটু অন্যরকম। এই বেশ কিছু বছর আগেই দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন সবে ক্লাস ফাইভে পড়ি। অত বুদ্ধি, চিন্তা বা Sensitivity কিছুই ছিল না, শুধু জানতাম বৃষ্টি ভালোলাগে। পাহাড়ি শীতল রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা উঁচুতে উঠে পড়লাম, হঠাৎ মনে হলো, এ যেনো কোনো এক মায়াবী, মন্ত্রমুগ্ধকর পরিবেশে এসে পড়েছি, চারিদিকে গভীর খাদগুলো যেন ফাঁক ধূ ধূ করছে, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা কাজ করছিল মনের ভেতর ও বাইরেও। যেন প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তারপর ঘোর কাটতেই লক্ষ করলাম আকাশটা বেশ মেঘলা, মুহূর্তের মধ্যেই মনে মনে পাহাড়ি বৃষ্টি দেখার ভাবনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু নাহঃ আমার আশাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে বৃষ্টি আর এল না। যাইহোক, পাহাড়ী গাছগুলোয় হলুদ-লাল-সাদা- রঙবেরঙের ডালিয়া ফুলের থোকা দেখে আবার মনপ্রাণ ভরে গেল। যেন আকাশ থেকে ওই ফুলের গাছগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে, "পাহাড়ের কোলে রংবেরঙের এক অনন্য মানচিত্র আঁকা।"

এখন আমি কলেজে উঠেছি, অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, maturity level অনেকটাই বেড়েছে আর হ্যাঁ সাথে ভীষণ ব্যস্ততাও। তবুও, সেই বৃষ্টির প্রতি ভালোলাগাটা যেন এখন আরও অনেক তীব্র হয়েছে, সময় যত গড়িয়েছে, বৃষ্টিকে ততই নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছি।

কিছুদিন আগে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়ে, যখন মাঝ-সাগরে পৌঁছোলাম, দেখলাম কোনো কূল-কিনারা নেই, চারিদিকে শুধুই জলের ফোয়ারা, আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে সবুজের সমারোহ, আকাশ আর সমুদ্র যেন পরস্পরের সাথে মিশে গেছে মোহনায়। আবারও হঠাৎ মনে হলো আমার, আকাশটা যেন একটু মেঘলা, যদি বৃষ্টি হয় .....। মনে মনে কল্পনা করলাম, একেতেই গভীর জলে ভাসছি, তার ওপর আবার চারিদিকে যেন মেঘে ঢাকা অন্ধকারে ছেয়ে ভাসছি, তার ওপর আবার চারিদিকে যেন মেঘে ঢাকা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, হঠাৎই হালকা বজ্রপাত আর মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। আমার মুখে একগাল হাসি আর হৃদয়ে পরম সুখ অনুভব করলাম, শিহরিত হলাম, ভীষণ উৎফুল্ল আমি। কানে হেডফোন গুঁজে একটা হিন্দি বৃষ্টির গান চালালাম — "রিমঝিম ঘিরে সাওভন ....."। চারিদিকে যেন একটা ভয়ংকর সৌন্দর্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যতই চারপাশে তাকালাম, শিহরিত হলাম। যদিও আমি নিজেও সাঁতার জানি না, তবুও দিবাস্বপ্নের

মত পরিবেশটাকে বেশ উপভোগ করতে লাগলাম।

কিন্তু এ কী হলো !! হঠাৎই পাশের চেয়ার থেকে আমরা মা ঘাড়ে হাত দিল ডেকে বলল — "খবরদার! লঞ্চের অত ধারে যাস না, এদিকে এসে ব'স"। হয়ে গেল ব্যাস! এবারেও প্রকৃতির অপার মহিমা আর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে মোহাচ্ছন্ন ছিলাম আমি। মা ডাকতেই সেই ঘোর কাটল আর বুঝলাম সেই পাহাড়ের মতোই এটাও আমার এক খামখেয়ালি কল্পনা ছিল মাত্র। আসলে বৃষ্টি তো এবারেও আসেনি। কিছুটা রাগ হলো, আর আশাহতও হলাম।

বাড়ি ফিরলাম, বুঝলাম, সামনেই বর্ষা, এবার আর বৃষ্টি কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না আমাকে, এবার একদম হাতেনাতে ধরবো, যেন 'বৃষ্টি' কোনো একটা মানুষ যে কোনো কথা না বলতে পারলেও আমাকে একরাশ আনন্দ, সুখ আর শান্তি দিয়ে যায়, সময়ে - অসময়ে, কারণে-অকারণে। মনখারাপের সঙ্গীও বৃষ্টি আর মন ভালো করার কারণও বৃষ্টি।

এবার একদিন সত্যিই বৃষ্টি এলো, আর কোনো কল্পনা নয়। হ্যাঁ! বৃষ্টি তো মাঝে মাঝেই হয়! এতে আবার এমন নতুন কি ব্যাপার! কিন্তু আমি সেদিন বৃষ্টিটাকে একটু অন্যভাবে সেলিব্রেট করতে চেয়েছিলাম। করলামও তাই।

ঘড়িতে তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। খাওয়ার সময় হঠাৎই অঝোরে বৃষ্টি এলো, যেন আমার জন্যই এসেছিল, আর আমাকে ডাকছিল। মাকে চিৎকার করে ডেকে বললাম, "মা, ছাতাটা একটু দাও তো তাড়াতাড়ি" মা বলল, 'কি করবি নিয়ে?' আমি বললাম, "সামনের রাস্তায় এই ছাতাটা নিয়ে একটু বৃষ্টিতে হাঁটব, মা প্লিজ বারণ করো না, ছাতা তো নিচ্ছিই সাথে"। বৃষ্টির প্রতি আমার ভালোবাসা আর আবেগ মা বুঝত, তাই আর বারণ করল না। শুধু বলল, "গায়ে যেন জল না লাগে, খবরদার ভিজিস না, ঠান্ডা লেগে যাবে। বড়ো ছাতাটা নিয়ে যা, তাড়াতাড়ি আসবি, আমি দাঁড়াচ্ছি।"

গোড়ালি সমান থৈ থৈ জলে ছাতাটা নিয়ে নামলাম। এক পা, দু পা করে গলি থেকে মেইন রোডের দিকে এগিয়ে গেলাম। মেইন রোডে উঠতেই রাস্তার দু'পাশে তাকিয়ে দেখলাম, রাস্তা গুলো বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে, জনমানবশূন্য পথ, কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই, শুধু মুষলধারে বৃষ্টির ঝমঝমিয়ে শব্দ ছাড়া। ঘন সবুজ গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় দুলছে, দো-তলা, তিনতলা সমান বাড়িগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওরাও ভিজছে বৃষ্টিতে। বেশ জোরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে, সেই শীতল হাওয়ার স্রোতে আমার ছাতাটা যেন আমার হাত থেকে ছিটকে উড়ে যেতে চাইছে, কিন্তু আমি শক্ত করে ধরে আছি ওকে। মা জানালা দিয়ে দেখছে আমাকে। হাতা বাড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজালাম। সেই এক পলকে, মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো, আমি যেন এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে, সবচেয়ে ভাগ্যবতী যে এইরকম একটা নস্টালজিক, মোহময়ী পরিবেশকে অনুভব করছে,উপভোগ করছে। এত আনন্দ, এত হাসি আমার মুখে, সত্যিই বর্ণনাতীত সে অভিজ্ঞতা।

হ্যাঁ, ঠিক এভাবেই এই সুন্দর পৃথিবীতে আরও অনেক সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর জন্য আমি হাজার হাজার বছর ধরে ফিরে আসবো।

কবি জীবনানন্দের কথায়, "আবার আসিব ফিরে, ধানসিড়িটির তীরে - এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে.....।"

সবুজ হোক আরো সবুজ – ধরা থাক ধরা

সজল বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

এমন একটি সময় ছিল যখন মানুষ ছিল অসহায়, গুহাবাসী বন্যমানুষ। একদিকে যেমন প্রকৃতি মায়ের লীলা দেখে অবাক হয়েছে, অপরদিকে আতঙ্কিতও হয়েছে। ক্রমান্বয়ে আগুনের আবিষ্কার, চাকার আবিষ্কার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের বিজয় রথ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। আজ মানুষের অভিযান শুধুমাত্র পৃথিবীর গভীরতম স্থান নয়, শুধুমাত্র সর্বোচ্চ শিখর নয়, গ্রহান্তর নয়, অন্তরীক্ষেও হয়ে চলেছে।

গুহা বাসী মানুষ প্রথমে খাবার কাঁচা অবস্থাতেই খেতো। মানব সভ্যতার যতই অগ্রগতি হয়েছে ততই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার ও চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। যন্ত্রায়ন, নগরায়ন, চিকিৎসা ক্ষেত্র, পরিবহন গবেষণা ও আমোদ-প্রমোদের শক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। মানুষ যতদিন পেরেছে এ পৃথিবীর বুকে গচ্ছিত জ্বালানি সম্পদ, যেমন-কয়লা, খনিজ তেল, জ্বালানি গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। পাশাপাশি তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের থেকে প্রাপ্ত শক্তির মাধ্যমে মানুষ তার শক্তির চাহিদা মিটিয়েছে। মানুষ যতদিনে বুঝতে পেরেছে এই জাতীয় জ্বালানির ভান্ডার আজীবন থাকবে না, মানুষ চেষ্টা করেছে, কিছু পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পদ যেমন সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, বায়ু শক্তি, জোয়ার-ভাঁটার শক্তি ইত্যাদির ব্যবহারের।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার যেভাবে বেড়েছে তাতে আগামী ৫০ বছরের ভিতর সঞ্চিত শক্তি সম্পদ যেমন একাধারে শেষ হয়ে যাবে পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত অপ্রচলিত শক্তির উৎসগুলি ও শক্তির চাহিদা পুরোপুরি ভাবে পূরণ করতে পারবে না। এককথায় আমরা শক্তি সম্পদের নিঃশেষের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আছি।

শক্তি সম্পদের নিঃশেষের মুখ্য কিছু কারণ হলো, জনবিস্ফোরণে, শক্তি সম্পদের যথেচ্ছ, অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। পাশাপাশি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শক্তিসংকট এর অন্যতম কারণ। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার (যেমন চের্নোবিল, ফুকুশিমা-দাইচি দুর্ঘটনা) ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বিকল হয়ে যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অনেক দেশে শক্তি সম্পদ গচ্ছিত থাকলেও আন্তর্জাতিক সীমানার দরুন সেই শক্তি সম্পদ এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যায়। এছাড়াও অনেক দেশের শক্তি সম্পদ প্রয়োজন অনুসারে গচ্ছিত রাখার বা বহন করার মত পরিকাঠামো থাকেনা। পাশাপাশি অনেকাংশ ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত গাফিলতির জন্য শক্তিকেন্দ্র গুলি সঠিক সময়ে চালু করা যায় না যার জন্য শক্তি সংকট হতে পারে।

আমরা যখন শক্তি সম্পদের নিঃশেষের অশুভ বার্তা পেয়ে গিয়েছি তাহলে আমরা কিভাবে শক্তি সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি? আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহারে যদি সামান্য ধরনের কিছু পরিবর্তন আমি তাহলে শক্তি সম্পদের অনিচ্ছাকৃত অপচয় আমরা রোধ করতে পারব। উচ্চতর কর্মদক্ষতা সম্পন্ন যন্ত্রাদির

ব্যবহার। যতটা সম্ভব দিনের আলোর ব্যবহার। পাশাপাশি সেন্সর যুক্ত যন্ত্র ব্যবহার যেগুলিতে কারো উপস্থিতিতে সেই যন্ত্র নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আবহাওয়া সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাকের পরিধান। পাশাপাশি যতটা সম্ভব হাঁটা। এছাড়াও আধুনিক ব্রাশলেস ডিরেক্ট কারেন্ট (Brushless Direct Current) প্রযুক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক সামগ্রীর ব্যবহার বিদ্যুতের খরচ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অবধি কমিয়ে দিতে পারে।

বিজ্ঞানের গবেষণার উন্নতির পাশাপাশি আমাদের দেশের সরকারের তরফ থেকেও কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে আমরা এই শক্তি সংকট থেকে কিছুটা লেও মুক্তি পেতে পারি। যেমন, ব্যুরো অফ এনার্জি এফিশিয়েন্সি (Bureau of Energy Efficiency) 2006 সালে এনার্জি লেবেলিং এর প্রোগ্রাম এনেছে যাতে বলা হয়েছে বেশি স্টার যুক্ত বৈদ্যুদিন সামগ্রী ব্যবহার করার কথা। এতে শক্তির খরচ যথাসাধ্য কমানো যায়। 2007 সালে প্রবর্তিত এবং 2017 সালে পরিমার্জিত এনার্জি কন্সেরভেশন বিল্ডিং কোড (Energy Conservation Building Code) এতে বলা হয়েছে বিল্ডিংগুলির গঠন এমন করতে হবে যাতে শক্তিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। পাশাপাশি ন্যাশনাল অ্যাকশন প্লান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (National Action Plan on Climate Change) এর অধীনস্থ ন্যাশনাল মিশন ফর এনহান্সড এনার্জি এফিশিয়েন্সি (National Mission for Enhanced Energy Efficiency) শক্তি সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের ব্যাপারে আমাদেরকে সুষ্ঠু ধারণা দিয়ে থাকে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী এনইডি (LED) বাল্ব ব্যবহারের জন্য উজালা যোজনা এবং ন্যাশনাল ইলেকট্রিক মবিলিটি মিশন প্লান (Natiional Electric Mobility Mission Plan) ইত্যাদির মাধ্যমে শক্তি সম্পদের পরিকল্পিত ও পরিমার্জিত ব্যবহারের দিশা দেখানো হয়েছে।

শক্তি সম্পদের নিঃশেষের প্রাক্কালে দাড়িয়ে, আমাদের তো আর চুপ করে থেমে থাকলে চলবে না। গবেষণার মাধ্যমে আরো বিকল্প শক্তির উৎসের খোঁজ করতে হবে যার সাহায্যে আমাদের এই শক্তি সংকটের মোকাবিলা করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে এমন কিছু পদার্থ আবিষ্কার করতে পেরেছেন যা এই শক্তি সংকটের মোকাবিলা পুরোপুরি ভাবে না করতে পারলেও অন্তত নতুন দিশা দেখাতে পারে। এখানে স্বল্প অবকাশ তার কয়েকটি মাত্র নিয়ে আলোচনা করছি। এদের মধ্যে প্রথমটি হলো পাইজোইলেকট্রিক পদার্থ (Piezoelectric Materials) । যা যেকোনো ধরনের যান্ত্রিক চাপ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করতে পারে। এ ধরনের পদার্থ আমরা প্রায়শই আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র যেমন, মোবাইলের টাচ স্ক্রিন, গ্যাস-ওভেন লাইটার, মাইক্রোফোন, ডিজিটাল তুলা যন্ত্র, মিউজিক্যাল গ্রিটিং কার্ড, বিভিন্ন ধরনের মোটর এবং সেন্সরে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এই ধরনের কয়েকটি পদার্থ হল Lead zirconate titanate Pb $[Zr_xTi_{1-x}]$ O_3 Barium titanate $BaTiO_3$ Lithium tantalate $LiTaO_3$ ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হল, থার্মোইলেকট্রিক পদার্থ Bismuth Telluride ($Bi2Te_3$), Lead Telluride (PbTe) Antimony Telluride (Sb_2Te_3) । যা তাপশক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে বা তদ্বিপরীত। এই ধরনের পদার্থ কে আমরা

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে তাপ শক্তি অপচয় হয় সেখান থেকে আমরা বিনা ব্যয়ে বিদ্যুৎ শক্তি পেতে পারি। যেমন মোটরগাড়ি রেডিয়েটর থেকে যে তাপ শক্তি নির্গত হয় বা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অব্যবহৃত তাপ শক্তি থেকে আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি পেতে পারি। এ ধরনের থার্মোইলেকট্রিক পদার্থ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর, থার্মোইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটর, ইলেকট্রনিক ডিভাইস কুলার, অটোমোবাইল সিস্টেম কুলিং এবং এয়ারকন্ডিশনিং পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানেও বহুলাংশে হয়। এই ধরনের কয়েকটি পদার্থ হল ইত্যাদি। তৃতীয় পদার্থটি হল পাইরো ইলেকট্রিক পদার্থ (Pyroelectric Material)। এ ধরনের পদার্থ কে উত্তপ্ত বা শীতল যাই করা হোক না কেন এই দুই প্রান্তের ভিতরে তড়িৎ বিভব পার্থক্য পাওয়া যায়। যা থেকে আমরা স্বল্প মাত্রায় হলেও তড়িৎ প্রবাহ পেতে পারি। পাইরো ইলেকট্রিক পদার্থের কয়েকটি ব্যবহার হলো-প্যাসিভ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, প্যাসিভ ইনফ্রারেড মোশন ডিটেক্টর, রেডিও মিটার, অগ্নি সনাক্তকরক, এছাড়াও বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব সনাক্তকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এই ধরনের পদার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ধরণের কয়েকটি পদার্থের উদাহরণ হল Tourmaline, Gallium nitride, Cesium nitrate ($CsNO_3$), Lithium tantalite ($LiTaO_3$) ইত্যাদি।

বিকল্প শক্তি সম্পদের আহরণ বা অনুসন্ধানের প্রধান কয়েকটি সমস্যা হল - এ ধরনের পদ্ধতি যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এছাড়াও উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি লাগে এবং উচ্চমানের দক্ষতা এবং এই ধরনের যন্ত্র পরিচালনায় দক্ষ ও জ্ঞানী মানব সম্পদ এর প্রয়োজন হয়। এর পাশাপাশি পরিকাঠামো এবং সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার তরফ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক অনুদান ও অপ্রতুল। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা বা ব্যর্থতার সম্ভাবনাও অনেক ক্ষেত্রেই থেকে যায়।

শক্তি সংকটের আশু সমাধানের জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত যতটা সম্ভব পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পদের ব্যবহার এবং বিকল্প শক্তির অনুসন্ধান। পাশাপাশি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার উচিত বিকল্প শক্তির গবেষণায় আরো বেশি করে অনুদান ও উৎসাহ প্রদান। তাহলেই আমাদের এই ধরিত্রী মাতা আরো সবুজ হয়ে উঠবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য বাস যোগ্য হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. https://www.energysage.com/energy-efficiency/101/ways-to-save-energy/
2. https://ourworldindata.org/energy-production-consumption
3. https://www.raisethehammer.org/article/753/energy crisis: turning point of humaniy
4. https://www.conserve-energy-future.com/causes-and-solutions-to-the-global-energycrisis.php
5. https://ourworlddindata.org/energy-production-consumption
6. https://www.conserve-energy-future.com/energy-conservation-techniques.php

7. https://www.clearias.com/7-initiatives-to-promote-energy-efficiency-and energy-conservation/#:~:text=The%20 government%20 of %20India%20launched,on%20year%20from%202020%20onwards.
8. Priya, S,.& Inman, D.J. (Eds.). (2009). Energy Harvesting Technologies, Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-76464-1
9. Baig, N., Kammakakam, I., & Falath, W. (2021). Nanomaterials : a review of synthesis methods, properties, recent progress, and challenges. In Materials Advances (Vol. 2, Issue 6, pp. 1821-1871). Royal Society of Chemistry (RSC).https://doi.org/10.1039/d0ma00807a
10. https://www.aif.ncsu.edu/mct/
11. https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21801833/what-is-the piezoelectric-effect
12. https://www.americanpiezo.com/blog/top-uses-of-piezoelectricity-in-everyday-applications/#:~:text =Piezoelectric%20igniters%20are%20commonly% 20used,%2C%20vibratins%2C0%20or%20mechanical%20impulses.
13. https://www.intechopen.com/chapters/77225
14. https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/thermoelectric-materials
15. https://thermoelectrics.matsci.northwestern.edu/thermoelectrics/index.html
16. Patidar,S.(2018). Applications of Thermoelectric Energy : A Review.In International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (Vol.6, Issue5, pp. 1992-1996). International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET). https://doi.org/10.22214/ijraset.2018.5325
17. https://www. elprocus.com/what-is-pyroelectric-material-mathematical-analysis-its-applications/
18. https://www.editage.com/insights/7-major-problems-science-is-facing-a-surveyoverview
19. https://www.tms.org/bubs/journals/jom/0805/powell-0805.html
20. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2019.00123/full
21. https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19155
22. https://www.americanpiezo.com/blog/top-uses-of-piezoelectricity-in-everyday-applications/
23. https://rimstar.org/materials/piezoelectric crystal gift card.htm

চিঠির একাল-সেকাল

শ্রীতমা বিশ্বাস

(দ্বিতীয় সেমিস্টার, ভূগোল অনার্স, রোল -০১০)

মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাধিক ব্যস্ততম জীব। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে গ্রাস করেছে সামগ্রিকভাবে। ঘুম থেকে উঠে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ শুধুমাত্র বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষি। এই বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে অনেক প্রাচীন অমূল্য অনুভূতি যা কিছু মানুষ আজও খুঁজে বেড়ায় তাদের স্মৃতিতে। চিঠি হল ঠিক এমনই একটি জিনিস। চিঠি বা পত্র — এই কথাটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। কিন্তু চিঠি যে মানুষের জীবনের সাথে কতটা জড়িয়ে আছে তা অবর্ণনীয়।

চিঠি মানুষের জীবনের বহু মাধ্যম রূপে কাজ করেছে। কখনও তা কাজ করেছে ঘাতক রূপে, কখনও বা নতুন বন্ধু গড়ে তুলতে তা কখও প্রাণদায়ী দেবতা হিসেবে। আবার কখনও এই চিঠিই পাঠকদের মনে সৃষ্টি করেছে সাহিত্যিক রসবোধের। সর্বোপরি চিঠি বহুসময় বহুরূপে মানুষের জীবন বদলের সহায়ক হয়েছে।

দূত রূপে চিঠি সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করেছে। এই দূত কখনও নিয়ে এসেছে সুসংবাদ আবার কখনও বা দুসংবাদ। প্রাচীনকালে যুদ্ধের খবর আসত এই চিঠির মাধ্যমে। ইতিহাসে অনেক বড়ো বড়ো যুদ্ধের কারণ এই চিঠি। ১৭৫৭ সালে সিরাজের দরবারে থাকা ইংরেজ দূতের লর্ড ক্লাইভের কিছু চিঠিই ছিল পলাশীর যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা। পলাশীর যুদ্ধের পর জগতশেঠ ও ক্লাইভের কিছু চিঠি এসে পড়ে মিরকাশিমের হাতে। মিরকাশিম সিংহাসন হারানোর ভয়ে বন্দী করেন জগতশেঠের পরমবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে। এরপরই রাজ বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে শুরু করলেন স্বপ্নাদেশে পাওয়া দেবীমূর্তির পুজো — এইভাবে চিঠি ঘটিয়েছে ইতিহাসে একের পর এক পালাবদল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণের পর তাঁর পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। এই কারণে তিনি এক সময় বিদেশে অর্থ সংকটে পড়েন। সেই সময় তিনি চিঠি লেখেন পন্ডিত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, পন্ডিত তখন পত্র মারফত অর্থ প্রেরণ করে সাহায্য করেন মাইকেলকে। এই রকম অনেক বন্ধুত্বের সাক্ষী হয়ে আছে চিঠি।

পত্রবন্ধু বা জীবনদানের কথা যদি বলতে হয় তবে তার প্রথম সাহিত্যিক উদাহরণ হল সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের "স্বর্ণপর্ণী" জেরেমি সন্ডার্স প্রথমে বিজ্ঞানচর্চার সূত্র ধরে হয়ে ওঠে শঙ্কুর পত্রবন্ধু, পরে শঙ্কু সেই পত্রবন্ধুর জন্যই মিরাকিউলার বড়ি প্রেরণ করেন পত্রের মাধ্যমে।

এত গেল কল্প বিজ্ঞানে চিঠির ভূমিকা। আমরা যদি বর্তমান যুগে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে পার্সেল-র মাধ্যমে বহু দুষ্প্রাপ্য ওষুধ একদেশ থেকে অন্যদেশ -এ আমদানি -রপ্তানি করা হয়।

কবিগুরু রবি ঠাকুর তাঁর "ভানুসিংহ-র পত্রাবলি" -এর মাধ্যমে চিঠিকে পৌঁছে দিয়েছেন সম্মানের শিখরে। তিনি চিঠিকে নতুন করে চিনতে শিখিয়েছেন। পাঠকও তাঁর এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেছেন সাদরে।

চিঠির অবদানের কথা যতই বলি ততই কম। বর্তমানে চিঠির জায়গা নিয়েছে ইমেল বা এস.এম.এস। ঠিক যেমন — "লাঠি তোমার দিন ফুরাইয়াছে" বা শ্রীপান্থের" হারিয়ে যাওয়া কালি কলম"। এখন আর নেই রানার, তার ঘন্টা বা অক্লান্ত ভাবে ছুটে যাওয়া; নেই এ রকম কোনো মানুষ যে দূর দেশে থাকা তার কোনো প্রিয়জনের চিঠির জন্য বসে আছে। চিঠি মানুষের জীবন থেকে একা হারায়নি তার সাথে হারিয়েছে অনেক বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা, অনেকস্মৃতি যা হয়তো ভবিষ্যত প্রজন্ম আর কোনোদিনও খুঁজে পাবে না।

All about Yoga, Health, Happiness & Harmony
YOUTH PARLIAMENT
Educational Tour 2022

KANYASHREE CLUB
KRISHNAGAR WOMEN'S COLLEGE
Aurobindo Sarani, Krishnagar, Nadia, Pin-741101
CULTURAL & MAGAZINE COMMITTEE
KRISHNAGAR WOMEN'S COLLEGE
Aurobindo Sarani, Krishnagar, Nadia, Pin-741101

The WASTE LAND : Influence of Indian Philosophy

Pink Biswas *(5th Semister)*

T.S. Eliat's lengthy poem "The Waste Land" is fragmented into five parts entitled : 1) The Burial of the Dead, 2) A Game of Ches, 3) The Fire Sermon, 4) Death by Water, 5) What the Thunder said.

The fifth section has its title from Brihadaranyaka Upanishad, by this Upanishad we can understand the teachings of Prajapati to his sons - human, demons and gods - to practise the triple virtues of love, sympathy and contral, In the first section of this part, at bast three themes are employed - the journey to Emmaus, the approach to the Chapel Perilous, and the present decay of eastern Europe. The Poem ends on a note of 'Peace' (Shantih), it shows the possiblity of human's salvation by fallowing the virtuous path.

The Last Section contains the substance of Eliot's thoughts. The poet suggests the rebirth of civilization is possible only through the revival of faith. He illustrates this paint through the succesful journey of the knight who reached the chapel perilous. The story of two pilgrims and Christ also illustrats how faith can lead to the success of mankind.for help. The god answered their prayer and spoke wards - 'Da Da Da'- through thunder. These wards reveal the secret of modern human's spiritual rebirth. The first 'Da' means Datta (to give). It suggests that people must dedicate themselves to a worth while cause. The Second 'Da' means 'Dayaddhvam' (to sympathize). It suggest that people must give up their ego and isalation and work for good of the community. This alone can bring spiritual satisfation. The third 'Da' means Damyata (self control), It shows that discipline of mind is necessary for spiritual achievement. Control over our desire bads to satisfaction and spiritual bliss.

The poem ends on a note of hope. The poet believes that all is not last and there are still chances of the salvation of mankind. It is only possible if each and individual begins looking often his own self-purification. At the end, the poet comes to the conclusion that he must start the process of self-purification from himself rebirth in his own life with a hope that it will lead to a better future.

Science, Atheism and Remedy to a Depressed Generation

Amrita Das
(Sem - V, Chemistry Dept.)

Scene 1 : Anuj has been trying to calm himself down - it's just some consecutive bad years. It will get fine. He can hear his parents screaming and then a thud. He no longer cares. His classmates bullied him again, the neighbours again mocked and scoffed, the teacher again yelled at him for no reason. His room so thick with haze... he continued injecting Diazepa - maybe a little sleep can fix this...

Scene 2: Raima's body would arrive by 6. Her family sat stonned. Neighbours cursed them for tletting their girl go study at NIT Calicut. Only a few mourned. Her roommaters revealed that she used to wake up everynight - fight with her lover said some, pressure of upcoming semester said the others. "I wish I had picked up her call that day..." her mom kept murmuring ...

Depression, anxiety these days among kids, teens and young adults, is a burning issue. Everywhere we look, we see a sad generation with happy faces. Depression however, is caused due to the improper coordination of neurotransmitters; namely serotonin, dopamine or norepinephrine. So, it it a mere neuroendocrine disorder that we thousands are sufferin from ? Let's have a thorough discussion of this venom and look for its antidote.

Depression :

Depresson is caused due to repeated deprivation. It is like morphine. The victime has his grieves and grievances etherized to a state of complete numbness. Months of unproductivity, fatigue nightmares, insomnia and self hatred haunt the scared pair of yeyes until the lose self consciousness, get swallowed up by he darkness they had so cherished within them and finally succumb to their mental wounds Autopsy report says, "Drug overdose".

But 'deprivation' ? What deprivation do these kids of Gen Z have ? Expensive clothes, toys, tabs, all knocking at their door. This is where we are all wronged at. Had material possessions been all that a person needs, Van Gogh, Virginia Woolf, Marilyn Monroe wouldn't have committed suicide.

Name, fame, wealth beauty - what did they even lack in ! But hold on. Beauty ? Name ? Some absurd lies that lose existence as soon as the body is truned into ashes ? "Dust thou art to dust thou returnest". Why take pleasure in pains then ? Why bother talk about 'materialism' and all ? Because 'thou' is not the body you are residing in. মন চলো নিজ নিকেতনে... what we are lacking in , is the soul food. Thus, so much restlessness.

But statistic says, only about a 15% of the Indian youth suffer from depression. But we see each one of them claiming to be mentall ill. What about the rest then ? Here I'd like to talk about the state of **Pseudo-depression**. Claimming themselves to be the tragic hero of the darkest movies, 12 year olds hanging themselves because their parents restricted their video game time, consuming poison cause they ennobled a random stranger who proved to tbe no better thanTrojan Horse- are for sure some of the pettiest acts of irresponsibility and no depresson. We can barely get sad at situations like these. But a whole mass taking measures to this extent at such trivial causes, needs to be looked into. Why so ? An answer in superficiality maybe - kids these days are abnormal. They lack patience, empathy, lear thinking and multidimensional observation. Two major reasons for these can be -

1) Technoligy : Advancement in techonology fields has made available a wide range of stuffs that have the potential to deeply affect child psychology that grows a child up in a way he should't have been. Electronic devices and world wide web, on one side of being a blis to the society, on the other side had led to its rot. We have let them lead us like brainwashed puppets in a foolish show. Accessibility to dark web has kicked the gear to a whole new level. Crime documentaries, sexually explicit contents and games promoting utmost violence and access to them even after them being banned in a country, have led to an extensive mob of distorted psychology that glorifies the inner primitive devil and metastatically spreads among the rest like endemic cancer. And what exactly is the role of elders here ? They have jailed their kids into a small clown room. No playgrounds, No befriending cousins. No looking out of the window. Working parents, to fill their absence, have put smart phones into the tiny hands of the 5yr olds. No hobby no extr-curricular activity and loads of books dumped on their backbones - we are making a stupid moody out of each

child. And this factory has spreaded globally.

2) Westernizaion : Westernization again, has done us a lot more harm than it did any good. One major part of this is, lifestyle. The traditional concept of joint family is endangered now. The practice of 20 people living under a roof being compassionate and helpful towards the rest, 7 siblings making gleeful chaos throughout the day and grandparents narrating them story to sleep, had been crudely uprooted and replaced by the seedling of nucleated family system. along with which came cold lonely rooms, fatal comparisons and competitions, introvertedness, physical and emotional detachment from parents and a traumatized childhood that lures into the blackhole of drugs, alchohol and self harm.

Besides these, we have the other evils approaching as well. Barring kids within a room has limited their outlook. They have got moe and more selfcentred - selfish. A constant attention that instead of digging up the parasites that are exhaustively devouring the inside of the child. suffocate their bare minimum quality time with themselves and manipulate the tiny brains to run in a race that would cost their spirit. Tearing them off their passion at a young age and pouring the petrol of academic excellence into the void so created- we are nurturing dead saplings that would grow up to become empty monsters leashed by the chain of materialism. High expectations, shattering of expectations and mockery of family, friends, society, Parens struggling in this rat race too, tired and messed up, return from office, cry scream and abuse each other infront of the horrified child and end up blaming their helplessness on the poor kid. The scribbles in their head become darker. Constant piling of ice up in their throats, they start to socially retreat while deep down seek for dependence on somebody and that is when they fall prey to escapism. They bring this trend of depression, schizophrenia, bipolar disorder and all sort of excuses to cover themselves up and take resort to lust, anger - two of the 7 deadly sins according to the Roman Catholic Theology, And in order to escape our reality, fears, grieves and insecurities, over time we have literally adopted them all. We are the hollow

The 7 Capital Sins

- Gluttony
- Pride
- Greed
- Envy
- Wrath
- Sloth

corpses marching across the city of the doom. No purpose. No identity. Existing like we barely exist. Mechanical laughter and mechanical cries. Rolling stones like we are machines - we are the Sisyphus of modern mythology. But why is this happening to us ?

This is the spiritual fatigue that Eliot had, long back, called "Spiritual Barrenness". What can be done now ?

Atheism and Remedy :

"Birth, copulation and death - That's all" - No it is not. প্রেম ছিল, আশা ছিল - তবু... ঘুম কেন ভেঙে গেল তার? অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল — লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

We need to understand that materialism is an illusion - it's the luxury of the body we are residing in. But the body is just a medium ! Medium for carrying out the duties we are assigned to. And what are those ? "Bhakti Yoga". "Karma Yoga" and "Gyan Yoga". if I say it simply. Escapists are weak fools. We are 'Amritasyaputra". Why should we back off ? But children of God ? We believe in human supremacy. Sure we do ! We have explored so much we have grazed through the galaxy, the universe and the borders of multiverse and we haven't seem mp trace of a thing called the 'Almighty' - not for once. "If man exist then God does not exist". said some philosophers. Indeed. We have come so forward in science - why as radical thinkers should we believe in anything any random body says? Believe in something whose existence is not backed up by no mathematical equation ? Over years, authors and intellectuals have taught

us stuffs they have not seen to exist. We are taught their imaginations -stuffs that they wished, had existed in reality. There's no platonic love and no Byzantium on this Earth. There's nothing as Schrodinger's cat and things we see aren't waves having the probability of existing in. But ! We have experimentally and mathematically proved later that particles do show duality in nature - particles we are made up of are also waves! And can we deny interference ? Now let me ask you a few questions. Why and how do living things, made up of the same molecules as non-living things', have this exclusive property called "Life" ? What existed before the Big Bang? What is the fate after the Big Cruch ? We can have opinions to these but no exact answer. We see there's tremendous uncertainty hovering all around. What we can conclude from this is that, human knowledge is only limited. A negligible mass of connected neurons is incapable enough to judge a Supreme Intellect more vast than all of the space combined, a Power that regulates all dimensions - The "Bramha". Vivekananda called it 'Realisation." There's nothing called a proof toit. We FEEL the omniscien in the strangest of the phenomena of nature, in the weirdest theories of science, in the sound and light waves of range beyond our sensitivity and , in Ourselves. Shakespeare had siad, "Life is a tale told by an Idiot"- if that's true, should we just be melancholic, hopeless and let that Idiot do whatever it wants? Never. We surrender to Him and continue with our 3 Yoga's. Complete surrender brings peace and power simultaneously. ..... doing our Karmas wih devotion and no attacment. And when we do this, there's no failure, no sorrow. We are here to learn - learn from the failures and the successes thriving for the ultimate perfection - The Nirvana or Moksha.

Life is a game. What's the fun, if it runs all even ? The more it tosses, shatters and smashes me, the tougher the hurdles and bloodier the challenges, the thriller it is. St. Augustine had one said that দুঃখের আগুনে পুড়ে আত্মার শুদ্ধিকরন হয়।

Why can't this generation not get remorsed at the challenges and take pride in the experience they are gathering ? This is, because of lack of wisdom. The wiser a peson the more he learns to accept and thereby enjoy whatsoever situ-

ation he be in. There's moral avalanche all around. How can we even expect happiness among these ? Parents, teachers, politicians and society too, play a gret role in the plotting of the crisis this generation is going through. They are taught dishonesty, hatred, envy and everything that goes against moral values. Obsession for shallow success, money and possessions - acids that eat them up. There's no peace in it. Men, they beg women for sympathy. Why ?
আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস — আমি আপনারে ছাড়া কাহারে কুর্নিশ করিনা - where's that spirit gone ? There's no Laxmi Bai born. Ibsen doesn't write about Nora anymore. No Maslova igniting fire with her words -
"You want me to save your soul ..... You've used me for your pleasure in this life, and you want to use me to get salvation in the world to come ... You disgust me"

Women these days seek for continuous validation from creeps and justify their cringe in the name of empowerment. And failure to gain attention like this again pushes them to the dead end of gloom. What can we do to help us out of this distress ? it's the punchline **"Reject modernity, embrace tradition."**

Bramhacharya: Scientifically, this is retention of libido in the body and helps confining the energy within. This is the same energy that fuels spiritual pursuit, and its proper channelling helps gain focus, concentration and enthusiasm for knowledge.

Meditation : This helps stimulate blood flow throughout the body, thus circulates more oxygen and glucose to the brain and other cells. This is something that early Rishis performed on a wide scale. Spending time in solitude also helps attain mental peace and self-realisation over time.

Mantras : Recent studies say that mantras when chanted, are of certain frequency that interactswith the brain waves. The vibrations spread positivity throughout the body and improves brain functionability.

Besides these, we definitely need a healthy lifestyle. Early rising has proven to be beneficiary since years and helps fight another burning issue- insomnia. Yoga and practicing other hobbies help eradicate negativity and re-

alize self potential. The society needs to change as well. Consuming excessive non-veg fast foods rich in protein, calciu and iron content, are hard to digest and raises he body temperature- thereby promoting "Tamasik guna" that leads to aggressiveness in people.

Educational institutes need to get modified. In the early days, students used to learn through "Shrutis", which could potentially boost memory power. The Rishis, they talked about the good and the evil through their stories, the Puranas, Upanishads and Vedas have numerous stories recorded in them about moral values. What are we taught today ? There existed Dronacharya that made arjun, the Arjuna. We don't have Vishma, Arjuna among us today!

The last, and again, embracing traditionalism. India is a rich country of fine culture. We have in history, excelled the world again and again - from zeor to ayurveda to Quantum-India's contribution to the world is undeniable, But we are pushing our culture away. We have given birth to gems repeatedly - Netaji, Gandhiji, T.N. Seshan. Famous scientists and authors have taken resort to the vast wisdom India holds for solution to their questions. The Bhagwas Gita and The Upanishads have shown way to people over so many decades. And once again, Bhagwad Gita is the answer. Only books as such can save this generation from this decay. Only they can bring stability to millions of restless souls. Materialism is a day dream that only pushes manking to gutter. Hapiness lies in sacrifice - the way the Doctor in "The plague" faded among the sufferers - peace lies in that. Eliot, at the end of "The Wasteland". has talked about the **"Da, Da, Da"** - "Datta", "Dayadvam", "Damayata"- because again, the ultimate peace lies in it.

These, in my opinion, might be the best remedy to his modern cancer. It might be denied y some যত মত তত পথ Sri Ramkrishna said, Oh ! people call him schizophrenic these days.! যত মত তত পথ they say .....

The Waste Land

Disha Ghosh *(5th Semister)*

An exploration of the legacy of "The Waste Land" on the centenary of its original publication, looking at the impact it hand had upon criticism and new poetries across one hundred years.

T.S. Eliot first published his long poem "The Waste Land" in 1922. The revolutionary nature of the work was immediately recognature of the work was immediately recognised, and it has subsequently been acknowledged as one of the most influential poems of he twentieth century, and as crucial for the understanding of modernism. All pieces set out to review the nature of our understanding of the poem, and to bring fresh eyes to its brilliance, one hundred years on.

The two concluding lines that are -
"Datta, Dayadhvam Damyata.
Shantin Shantih shanith"

Literally, the first line under discussion means 'Give, Sympathise, control which is a sort of subtle tutoring that the father preceptor Prajapati offerea to his three disciples; men, demons, gods, to pracise the three noble virtues. For men "Da" becomes "Datta", meaning to give; this order is meant to curb man's greed. For demons "dayadhvan" is the dictum :this cruel and sadistic beings must show compassion and empathy for others. Finally, the gods must. learn control "damyata: - for they are wild and rebellious.

The poetic application missed by many, is clearly discerrible in his change of the suit his poetic purpose. In the Brihadanyaha Upanishad, the order of these words is "Damayata, Datta, Dayadhvam"but "The Waste Land" does not follow it because the poet had a specific objective in mind-he wanted to emphasise the necessity of regulating the human heart so far given over to "olood" or to violence. As contrasted to this, the aforesaid Upanishad maintains that self-control must come first in the development of an individual, since other virtues follow it automatically. Eliot seems to suggest that only the heart capable of love and generosity at the outset can attain the kind of quiet

self-mastery which is the gool of the sage.

The final three repeated words, "Shantih shantin shantin" mean, as Eliot's notes tell us, "the peace which passeth under standing', at least roughly. But what does this mean ? What sort of note is this to end on ? If the final lines signal that peace has been attained, what does this mean if it is a peace which cannot be understood ? And has it been attained ? Scholars have once again missed the mark in interpreting it. According to some, the triple 'Amen of the Christian World may be likened to the triple 'Shantih', whereas Eliot tells us in his Notes on the poem that it is "a formal ending to an Upanishad". And that its equivalent is "the peace which passeth understanding. Elizabeth Drew also thinks that "it is impossible to feel peace in the concluding passage", and that it is "a formal ending only" Another noted scholar, John Holloway feels hat it is the refrain which closes the Sanskrit Service for the burial of the dead. It is actually a Vedic especially on auspicious occasion such as wedding occupation of a new house, offering of prayers and oblations every morning and evening. Its repetition in the proper way with exact accent echoes the unruffled condition of mind, but far richer than, "the calm of mind, all possion spent" of European classics. To state, therefore, that the poet 'surrenders his form' or the poem. ends on a note of 'chaos' is totally misleading, for the fact is that 'The Waste Land comes to a close on a note of perfect 'peace' after moving through the ruins and distractions of a dehumanized and devitalized world.

The highly complex, erudite and allusive style of the poem is commendable. In "The Waste Land", T.S. ELiot incorporated post historical, mythological, and Literary ideas in a new form.

স্মরণ পর্ব

When A Caged Bird Gets Free, It makes Its Own World

Name : Pink Biswas
Department : English (5th Sem)

স্মরণপর্ব

ড. সুমন ভট্টাচার্য

২০২০-২০২২- শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সূচনায় প্রয়াত হলেন এমন কয়েকজন – যাঁরা তাঁদের জীবন দর্শনে ও যাপনে —অধ্যয়ন ও সারস্বতচর্চার পরিসরে ছিলেন মানুষজনের পরম আশ্রয়। বয়স তাঁদের হয়েছিল বা বয়স তাঁদের ছুঁয়েছিল, কিন্তু মননের তারুণ্য ছিল দৃষ্টান্ত। ছিল নয়— আছে।
২০২০— অতিমারীর পর্বে যখন বিশ্বব্যাপ্ত মৃত্যুমিছিল—তখন বয়স্ক মানুষজনের, এক বৃহদংশ হারিয়ে ফেলতে থাকেন সংক্রমণ প্রতিরোধের সামর্থ্য। বহু পরিবারের বহু মানুষ, তরুণ -প্রবীণ অনেকেই এই রোগের শিকার।

অরুণ সেন (১৯৩৪-২০২০)

প্রয়াত হয়েছেন অধ্যাপক প্রাবন্ধিক অরুণ সেন (১৯৩৪-২০২০)। ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা। বিষ্ণু দে চর্চায় তিনি অগ্রপথিক। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত- বিষ্ণু দে-র পত্র -সংকলন ও তার অতি সংবেদনশীল একটি প্রারম্ভিক উপক্রমণিকা, চিনিয়েছিল যে, গবেষণাকর্মও কত উপভোগ্য স্বাদুতায় লেখা যায়! *এই মৈত্রী! এই মনান্তর* সেই গবেষণার দৃষ্টান্ত। এরপর *বিষ্ণু দে-র কথা, বিষ্ণু দে-এ ব্রতযাত্রায়,* তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আরেকটি আকারে ছোট-কিন্তু উপযোগে অসীম বই *বাংলা বানান : বিকল্প বর্জন*। বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে তাঁর ধারাবাহিক চর্চাও বিশেষ গুরুত্বে পঠনীয়।

দেবেশ রায় (১৯৩৪ - ২০২০)

বাংলা আখ্যানসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র এবং অননুকরণীয় ধারার তিনি স্রষ্টা। ১৯৫৪-৫৫য় যখন স্নাতকশ্রেণির ছাত্র, তখন থেকেই তাঁর ছোটোগল্প চিনিয়েছিল তাঁর বিশিষ্টতাকে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এবং সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত* - তাঁর সেই দুই উপন্যাস অধিকবাদীভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বমানের। তাঁর অপরাপর উপন্যাসের মধ্যে *ইতিহাসের মানুষজন, আত্মীয়বৃত্তান্ত, জীবনচরিতে প্রবেশ*প্রভৃতি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। সম্পাদনা করেছেন Point-Counter joint, *পরিচয়*। ছিলেন *প্রতিক্ষণ* পত্রিকার পরিকল্পনা মস্তিষ্ক। গবেষণা *অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাংবাদিক গদ্য* । প্রবন্ধের বই : *উপন্যাস নিয়ে, উপন্যাস নতুন ধরণের খোঁজে, শিল্পের প্রত্যহে*- বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৮-২০২০

এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। সৃজন প্রতিভা এবং সৃজনসামর্থ্যের দানবিক শক্তি পাঠককে ভাবাতে পারে যে, তিনি আহারনিদ্রার সময় পেতেন কখন! অত্যন্ত দারিদ্র্যতাড়িত কৈশোর-যৌবন। প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অনুবাদ ক'রে অধ্যয়নের ব্যয়নির্বাহ করেছেন। গবেষণা করেছেন আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম জীবিকা মায়ানমারে। ছিলেন, বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের ছাত্র। পরবর্তীকালে

যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক।
মুখ্যত কবি। *অর্ধেক শিকারী*, *বাঁচাকাহিনী* কাব্যগ্রন্থ।
কিন্তু নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন মুখ্যত বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদে। পূর্ব-ইউরোপ আর লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার পাঠকের পরিচায়ক তিনি। মিরোস্লাভ হোল্যুব, নিকানোর পাররা, পাবলো নেরুদা, ভাসকো পোপা, গ্যাব্রিয়েল গর্সিয়া। মার্কেস, হুয়ান রুলফো, ফলেহো কার্পেন্তিয়ের, চেশোয়াভ মিউশ — কতজনের যে কবিতা নাটক-উপন্যাস অনুবাদ করেছেন, খুবই উপভোগ্য অনুবাদ— খুবই উপভোগ্য অনুবাদ —তার তালিকা করতেই একটি এক ফর্মার পুস্তিকা হয়ে যায়।

শিশুসাহিত্যে উৎসাহ ছিল অপরিমেয়। অনুবাদ করেছেন এডওয়ার্ড লীয়ার, র‍্যানডলফ্ স্টো- .... আন্ডেরসেন - প্রমুখের লেখা। হান্স আন্ডেরসেনের জীবনী বাংলায় একমাত্র তিনিই লিখেছেন পাশাপাশি রহস্যরোমাঞ্চ উপন্যাস ছিল তাঁর বিনোদন পরিসর —একদা *রোমাঞ্চ* পত্রিকাতেও চুক্তিভিত্তিতে কিছু রহস্যউপন্যাস লিখেছিলেন। অপরাধ এবং তার সঙ্গে কৌতুকের বুদ্ধিদীপ্ত সংরাগে লেখা রহস্য উপন্যাস *যে পুতুল পালিয়ে গেলো*, একেবারেই আলাদা প্রকৃতির রচনা।

তৃতীয় বিশ্বের শিশু সাহিত্যকে বাংলার পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে আরম্ভ করেছিলেন অনুবাদ পত্রিকা *হরবোলা*।

কেবলমাত্র নিজস্ব লেখালিখি নয়, যাঁদের লেখা ভালো লাগতো কিন্তু প্রকাশকের আগ্রহ নেই, তাঁদের লেখা প্রকাশের জন্য আরম্ভ করেছিলেন নিজ ব্যয়ে কালপুরুষ প্রকাশন। এবং উল্লেখ্য যে নিজস্ব প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ভেঙে ভেঙে ওরকম বই বার করতেন তিনি। শেষত এক বন্ধুরই যথাযথ প্রখর নিষেধে বন্ধ হয় সেই উদ্যোগ। ক্রিকেট খেলা ছিল তাঁর আরেকটি প্রিয় পরিসর। লিখেছেন —ভারতীয় *টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাস* - ২ খণ্ড। এবং ক্রিকেট খেলার আশ্রয়ে একটি উপন্যাস : *কানামাছি*।
শেষ কয়েক বছর দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হওয়ার যন্ত্রণা ছিল দুঃসহ। সুতরাং বলা যায় মৃত্যু তাঁকে মুক্তি দিয়েছে সেই গ্রন্থহীনতার জীবন থেকে।

সুধীর চক্রবর্তী
১৯৩৪-২০২০
প্রাবন্ধিক-গবেষক - সম্পাদক-অধ্যাপক।
সব কটিই তাঁর পরিচয়। গবেষণামূলক প্রবন্ধকে সৃজনধর্মী পঠনীয়তায় আনবার আরেক ব্যক্তিত্ব সুধীর চক্রবর্তী। মুখ্যত সংগীতভাবনার প্রাবন্ধিক বলেই পরিচয় ছিল তাঁর— *গানের লীলার সেই কিনারে*—সংগীত বিষয়ে তাঁর প্রথম বই। গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন নদিয়া জেলার লোকধর্মের গান নিয়ে—যা হয়ে ওঠে তাঁর পরবর্তীকালের মুখ্য গবেষণা ধারা--যার এখনো পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠতার গ্রন্থ : *বাংলার গৌণধর্ম*। এরই নিরন্তর গবেষণায় পরে লিখেছেন : *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*, *বাউল-ফকির কথা* প্রভৃতি। তত্ত্বকে প্রচ্ছন্নে রেখে গ্রাম-শহরের জীবনযাপনের বৈচিত্র্য আর অনুপুঙ্খ কে মিলিয়ে নিয়ে গড়ে তুললেন এক নিজস্ব সংরূপ : আখ্যান। *সদর মফ:স্বল*, *নির্বাস*, *আখ্যানের খোঁজে*, *দেখা না দেখায় মেশা*, *মাটি পৃথিবী* টানে, এই রীতির কয়েকটি গ্রন্থ।

১৯৯৬ থেকে ২০১০ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছে বার্ষিক পত্র *ধ্রুবপদ*— যা প্রকাশের পরেই অর্জন করেছিল পাঠকের প্রীতি -শ্রদ্ধান্বিত সমাদর। ছিলেন, সুগায়ক- সুরসিক-সুশৃঙ্খল-সুপাঠক। কৃষ্ণনগরের এই ব্যক্তিকে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা যেন এখনো নিয়তই প্রত্যক্ষ করেন — কয়েকটি বৈঠকের শূন্যতায়— আর তাঁর বইগুলির অশেষে — পূর্ণতার অশেষে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৪-২০২০

বিশিষ্ট অভিনেতা। নাট্যকার। কবি।

সকলেই জানেন তাঁর বিষয়ে। সত্যজিৎ রায় -এর *অপুর সংসার* -এ চলচ্চিত্র জীবন আরম্ভ এবং আজীবন বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম মুখ্য অভিনেতা। নায়ক এবং নায়কাধিক। অত্যন্ত সুদর্শন- ও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উচ্ছলতায় বাংলা চলচ্চিত্র সমৃদ্ধ। বিশেষত - অপুর ভূমিকার পর, ফেলুদা-র ভূমিকাতেও তিনি উত্তকালের কাছে হয়ে আছেন সজীব বিগ্রহ।

চলচ্চিত্রের সমান্তরালে পেশাদার মঞ্চে তাঁর অভিনয় ও পরিচালনা ছিল - হয়ে উঠেছিল প্রবাদের মতো। অনুবাদের আশ্রয়ে এবং নিজস্ব নাটকে তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়েও তাঁর উৎকর্ষ প্রশ্নাতীত। *নামজীবন* তাঁর অন্যতম মঞ্চসফল নাটক। এরপর *টিকটিকি*— তাঁর নাটকের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ। একদা নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক পত্রিকা—*এক্ষণ*।

আর কবি পরিচয়েও বন্দিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ : *জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে*।

শঙ্খ ঘোষ

১৯৩২-২০২১

কবি।

এই পরিচয়টিই মুখ্য। তবু তারপরেও প্রাবন্ধিক-সম্পাদক এবং অধ্যাপক। নথিবদ্ধ নাম : চিত্তপ্রিয় ঘোষ। *দিনগুলি রাতগুলি*- এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেই অধিকার করেছিলেন পাঠকদের। আর তার ধারাবাহিকতা সচল ছিল, বলতে গেলে প্রায় সাত দশক। এবং থাকবেও। শঙ্খ ঘোষের অন্যতম প্রিয় পরিসর : রবীন্দ্রনাথ। *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* থেকে *এ আমির আবরণ, নির্মাণ আর সৃষ্টি, দামিনীর গান*-উল্লেখ করা যায় অনেক।

সম্পদনা—তাঁর সেই ক্ষেত্র যেখানে তাঁর কৃতিত্ব-অপরিমেয়। একদা তরুণ চিত্তপ্রিয় সংযুক্ত হয়েছিলেন *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*-এর উদ্যোগে প্রকাশিত কোষগ্রন্থ *ভারতকোষ*-এর সঙ্গে। এরপর *সতীনাথ গ্রন্থাবলী* থেকে জীবনের অন্ত পর্যায়েও যুক্ত ছিলেন *রবীন্দ্র রচনাবলীর* সম্পাদনায়। প্রবন্ধ এবং কবিতার সমান্তরালে লিখেছেন একটি কিশোর উপন্যাস ট্রিলজি : *সকালবেলার আলো, সুপুরিবনের সারি, শহরপথের ধুলো*। স্মৃতিগ্রন্থ : *ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম, বটপাকুড়ের ফেনা*। তরুণ বয়স থেকেই তাঁর প্রজ্ঞা এবং বিচারশীল সংবেদ- এর কারণে তিনি ছিলেন অবিসংবাদী আশ্রয় —মূর্তিমন্ত বিবেক।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১৯৩৩- ২০২০

কবি।

যদিও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অমেয়। যদিও প্রবন্ধগ্রন্থ অনেক। যদিও বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর উপাধি নিয়েও অধ্যাপনা করেছেন তুলনামূলক সাহিত্যে এবং পরবর্তী সুদীর্ঘকাল জার্মানির হাইডেলবার্গে ইন্ডোলজি বিভাগে। যদিও তিনি বিশিষ্ট জার্মান কবিদের কবিতা অনুবাদ করেছেন বাংলায়। এবং বাঙালি কবিদের রচনা অনুবাদ করেছেন জার্মান ভাষায়। উৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন নেই কোথাও। তবু শেষত তিনি কবি।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ *যৌবনবাউল* প্রকাশের পরেই তাঁর প্রতি মনস্ক পাঠকের সানুরাগ সমাদর কে অত্যাগসহন সুহৃৎ শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন : বাংলা কবিতার যুবরাজ — এবং পরিণত বয়সেও তাঁর কবিতা প্রজ্ঞা আর আবেগের মন্থনে ছিল সেই যৌবরাজ্যেরই প্রভু - অথবা প্রভু নয় — নাগরিক কারণ প্রভুত্ব দিয়ে তো কবিতা আসে না। খুবই বিচিত্রাকর্মা এবং কিছুটা কৈশোরক চাপল্যে চালিত ছিলেন আজীবন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব-দর্শন এক সমাজ সম্পর্ক নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়ে এসে দিলীপকুমার-সায়রাবানুর চলচ্চিত্র বা ওয়াহিদা রহমান অভিনীত চলচ্চিত্রের দর্শনে সমান উৎসাহ ছিল তাঁর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, মনে করুন আপনি নায়ক-ওয়াহিদা নায়িকা। শ্রোতার অবিশ্বাস ভেঙেই তো গিয়েছিল — *অভিযান* ছবিতে অভিনয়ের পর্বে। জার্মানি ছিল তাঁর নির্বাচিত স্বদেশ। কলকাতায় থাকতেন - শীতকালে। যে কোনো পত্রিকা তাঁর কাছে লেখা চেয়ে যেত-যথাসময়ে।

১৯৯৬ সালেও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সুন্দরের অভ্যর্থনা' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়ে বাইরে এসে প্রসেনজিৎ- ঋতুপর্ণার চলচ্চিত্র দেখবার কথা বলতে পারেন তিনিই। তাঁর কথালাপও ছিল নিজস্বতার পরম অত্যাশ্চর্য সাবলীলতায় যাবতীয় ভিনদেশি শব্দের সাবলীল ও নান্দনিক এবং কৌতুকস্নিগ্ধ অনুবাদে তিনি ছিলেন তৎপর -তাৎক্ষণিক, তন্নিষ্ঠ।

তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ-*স্থির বিষয়ের দিকে*, *শরণার্থীর ঋতু*, *জীবনানন্দ* প্রভৃতি ভাবনার অভিনবত্বে, বিশ্লেষণে এবং স্বাদুতায় অভিনব। তাঁর অনুবাদে ব্রেশ্‌টের কবিতা ও গান এবং শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত অনুবাদ কবিতার সংকলন : *সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত* চিরকালের পাঠ্যতা। আর কবিতার কথা আলাদাভাবে বলতে গেলে দরকার বিস্তৃত পরিসর তবু *নিষিদ্ধ কোজাগরী*, *রক্তাক্ত ঝরোখা*, গিলেটিনে আলপনা-র নামটুকু অন্তত এই সূত্রে উল্লেখ্য।

Mohima Debnath